পাক্ষিক

আহমদী

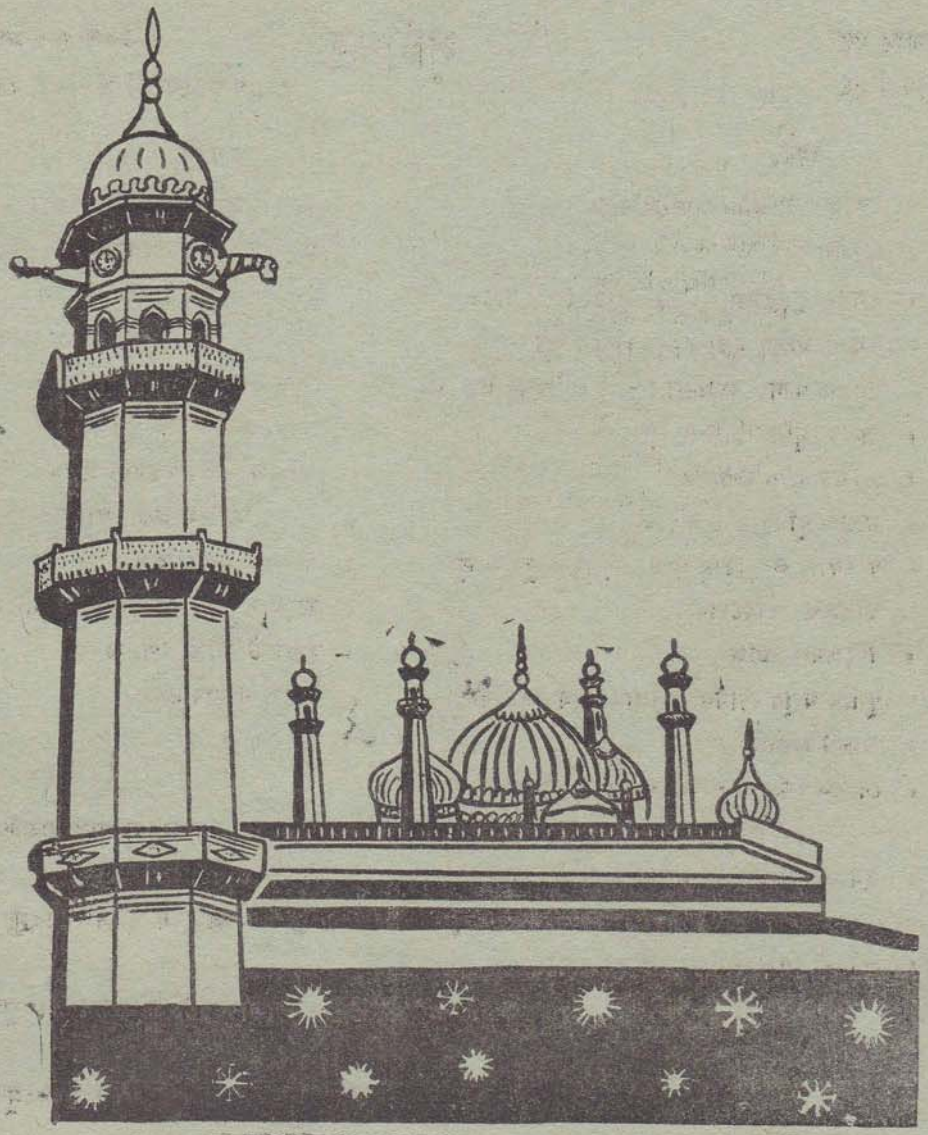

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৮শ ও ১৯শ সংখ্যা
৩০শে জানুয়ারী ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৮শ ও ১৯শ সংখ্যা
৩০শে জানুয়ারী ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৭৯৬
হাদীস	অনুবাদ—বশীর আহমদ	৭৯৭
হযরত কুদরতুল্লাহ্‌ সানওয়ারী (রঃ) স্বরণে	আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া	৭৯৯
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮০৫
হজরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) ও আবদুল্লাহ্‌ আথম	মোঃ নুরুল আলম	৮০৬
অন্তর মুখী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৮০৭
সাওয়াল ও জওয়াব	মোঃ আনিসুর রহমান সাদেক	৮০৮
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৮১০
দাজ্জাল ও তাহার গাধা এবং ইয়াজুজ মাজুজ	মৌলবী মোহাম্মাদ	৮১১
হায়াতে তাইয়্যেবা	অনুবাদ—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮২০
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	সেক্রেটারী, ই, পি, এ, এ,	৮২৫
দুর্গারামপুর বার্ষিক জলসার কার্য বিবরণী	নিজস্ব সংবাদ দাতা	৮২৬
জরুরী বিজ্ঞপ্তি	ই, পি, এ, এ	৮২৬
দেশের বর্ত্তমান সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব	অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮২৭
হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) উদ্বোধনী বক্তৃতা	অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮২৮
চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের প্রেস কনফারেন্স	অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮৩১
বিদেশে আহমদীয়া হাসপাতালগুলির জন্য আরও ডাক্তারের প্রয়োজন	অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮৩২
সহজ পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা	আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮৩৩

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ৩০শে জানুয়ারী : ১৯৬৯ সন : ৩০শে সুলেহ : ১৩৪৮ হিজরী শামসী : ১৭শ সংখ্যা
ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী : ও ১৫ই তবলীগ :

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সুরা ইউসুফ

২য় রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮॥ নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাহার ভাইদের (ঘটনা-বলীর) মধ্যে (সত্যের) অনুসন্ধানকারীদের জন্য নিদর্শন সমূহ রহিয়াছে।

৯॥ যখন তাহারা (একে অন্যকে) বলিয়াছিল। নিশ্চয় তাহার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিকতর প্রিয়, অথচ আমরা এক দল

(কর্ম্মী লোক), নিশ্চয় আমাদের পিতা এই সম্বন্ধে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত।

১০॥ (অতএব) তোমরা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেল অথবা তাহাকে অন্য কোন দূর দেশে ফেলিয়া দিয়া আইস, তাহা হইলে তোমাদের পিতার মনের আকর্ষন শুধু তোমাদের জন্যই মুক্ত থাকিবে। এবং (এই কাজে ভয়ের কোন কারণ নাই) ইহার পর তোমরা (তওবা করিয়া) একদল ভাল মানুষ হইয়া যাইতে পারিবে।

১১॥ (ইহাতে) তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, যদি (একান্তই) তোমাদের কিছু করিতে হয়; তবে তাহাকে কোন গভীর কুপের তলদেশে ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে কোন কাফেলার লোক তাহাকে দেখিয়া উঠাইয়া লইয়া যাইবে।

১২॥ (এতদনুসারে) তাহারা (তাহাদের পিতার নিকট গিয়া) বলিল, হে আমাদের পিতা! আপনার কি হইয়াছে যে, আপনি ইউসুফের সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশ্বস্ত মনে করেন না? অথচ নিশ্চয় আমরা তাহার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী।

১৩॥ আগামী কল্য আপনি তাহাকে আমাদের সঙ্গে (ভ্রমনের জন্য বাহিরে) পাঠাইবেন, যাহাতে সে পর্যাপ্ত পরিমাণে (ফল মুল) আহার করিবে এবং (আনন্দের সহিত) খেলা করিবে এবং নিশ্চয় আমরা তাহাকে (যথাযথ ভাবে) রক্ষা করিতে থাকিব।

১৪॥ সে (অর্থাৎ য়্যাকুব) বলিল, ইহা আমাকে ব্যথিত করিবে, যে তোমরা তাহাকে (দূরে) লইয়া যাইবে এবং ইহাও আমার ভয় হইতেছে যে তাহার সম্বন্ধে তোমাদের অসতর্ক থাকা অবস্থায় হয়ত কোন নেকড়ে বাঘ (আসিয়া) তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।

১৫॥ তাহারা বলিল, আমরা এক শক্তিশালী দল থাকা সত্বেও যদি কোন নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে তবেত (খোদার শপথ) নিশ্চয় আমরা (ইহ এবং পরকালে) দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

১৬॥ অতঃপর যখন তাহারা তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহারা তাহকে গভীর কুপের নিম্নদেশে ফেলিয়া দিবার জন্য সকলে একমত হইল, (তখন এই দিকে তাহারা এই কাজ করিল) এবং (অন্য দিকে) আমরা তাহার নিকট ওহী নাযিল করিলাম যে, (তুমি রক্ষা পাইবে এবং) নিশ্চয় তুমি (একদিন) তাহাদিগকে তাহাদের এই দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত করিবে (যদিও এখন) তাহারা ইহা বুঝিতে পারিতেছেনা।

১৭॥ এবং তাহারা সন্ধ্যাকালে তাহাদের পিতার নিকট কাঁদিয়া উপস্থিত হইল।

১৮॥ তাহারা বলিল, হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় আমরা দৌড়াদৌড়ি খেলায় প্রতিযোগিতা করিতে গিয়াছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিষগুলির নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। দৈবাৎ নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। এবং আপনি ত আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন না, যদিও আমরা সত্য কথাই বলি।

১৯॥ এবং (পিতার বিশ্বাস জমাইবার জন্য) তাহারা তাহার জামার উপর মিছামিছি রক্ত লাগাইয়া আনিয়াছিল। সে (বিশ্বাস না করিয়া) বলিল, বরং তোমাদের আত্মা কোন (অন্যায়) কাজকে তোমাদের জন্য লঘু করিয়া তুলিয়াছে। এখন (আমার জন্য) ধৈর্য্য ধারণ

করাই উত্তম, এবং তোমারা যাহা প্রকাশ করিতেছ সে সম্বন্ধে একমাত্র আল্লার সাহায্যই প্রার্থনীয়।

২০॥ এবং (ইতি মধ্যে) এক কাফেলা আসিল এবং তাহারা তাহাদের পানি আনিবার লোককে পাঠাইল। এবং সে (ঐ কুয়াতে গিয়া) তাহার বালতি ফেলিল। (এবং যখন সে কুয়াতে একটি ছেলে দেখিল) সে (কাফেলার লোকদিগকে ডাকিয়া) বলিল, (হে কাফেলার লোকগণ তোমাদের জন্য) সুসংবাদ (দেখ) এই যে একটি বালক! তাহারা তাহাকে বানিজ্যের মাল স্বরূপ লুকাইয়া রাখিল। এবং তাহারা যাহা করিতেছিল সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত ছিলেন।

২১। এবং (ইহার পর যখন ইউসুফের ভাইগণ ইহা জানিতে পারিল) তাহারা তাহাকে (নিজেদের গোলাম বলিয়া কাফেলার লোকগনের হাতে) অতি নগণ্য মূল্যে মাত্র কয়েকটি দেরহমের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এবং তাহারা এই (মূল্যের) প্রতি বিরাগী ছিল।

ক্রমশঃ

॥ হাদীস ॥

আল্লা হতায়ালাকে স্মরণ করার ফযিলত এবং দোওয়ার গুরুত্ব

(১)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং যে করে না তাহাদের দৃষ্টান্ত জীবিত এবং ও মৃত ব্যক্তির। যে আল্লাহ্কে স্মরণ করে সে জীবিত এবং যে আল্লাহ্কে স্মরণ করে না সে মৃত।

মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "সেই ঘর, যাহার মধ্যে আল্লাহ্-তায়ালাকে স্মরণ করা হয় এবং সেই ঘর যাহার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালাকে স্মরণ করা হয় না, তাহাদের দৃষ্টান্ত জীবিত এবং মৃতের।" (বুখারী মুসলেম)।

(২)

হযরত জাবের হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রসুল করীম (সাঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, সর্ব উৎকৃষ্ট দোওয়া হইল কলেমা তৈয়ব। অর্থাৎ ইহা স্বীকার করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং উৎকৃষ্ট যিক্র হইল "আলহামদুলিল্লাহ্"।

(তিরমীযি)।

(৩)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি জান্নাতের খাযানার মধ্য হইতে এক খাযানার সম্বন্ধে তোমাকে কি বলিব না? আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, 'লাহাওলা' পড়িবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌-তায়ালার সাহায্য ছাড়া আমার মধ্যে মন্দ কাজ হইতে না বিরত থাকার শক্তি আছে, না সৎকর্ম করার শক্তি আছে। (বুখারী)।

(৪)

হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারী কাজ যদি খোদাতায়ালার নাম লইয়া অর্থাৎ "বিসমিল্লাহ্‌" পড়িয়া না শুরু করা যায়, তবে সেই কাজ বেবরকত এবং অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কথা (বক্তৃতা)-র আরম্ভে যদি আল্লাহ্‌তায়ালার নাম এবং হামদ না করা যায়, তবে সেই কথা (বক্তৃতা) বেবরকত এবং নিষ্ফল হয়।' (আবু দাউদ)।

(৫)

হযরত আবু যার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের অঙ্গের প্রত্যেকটি অংশ পুণ্য কাজ এবং সদকার অন্তর্গত হইতে পারে। প্রত্যেক তসবিহ্‌, সদ্‌কা, আল-হামদুলিল্লা বলা সদ্‌কা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ বলা সদ্‌কা, আল্লাহো আকবার বলা সদ্‌কা, পুণ্য কাজের জন্য আদেশ দেওয়া সদ্‌কা, মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখাও সদ্‌কা। চাশতের ১ সময় দুই রাকাত নামাজ পড়া, সকল পুণ্য কাজের সমান। (মুসলিম)।

(৬)

হযরত আবু হোরায়েরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মানুষ সেই সময় আল্লাহ্‌র সব চেয়ে কাছে হয়, যখন সে সেজ্‌দায় যায়। এই জন্য সেজদায় বেশী বেশী দোয়া করিও! (মুসলিম)।

(৭)

হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন খুবায়েব হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) আমাকে বলিয়াছেন, প্রভাতে এবং রজনীতে তুমি সুরা এখলাস এবং তার পরের দুই সুরা তিন বার পাঠ করিবে। এই যিক্‌র তোমাকে সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল করিয়া দিবে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার প্রত্যেক প্রয়োজনের ব্যবস্থাপক হইয়া যাইবেন। (আবু দাউদ)।

(৮)

হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার এই দোয়া পড়ে, "আমি সেই আল্লাহ্‌র নামের সহায়তা চাই, যাঁহার নাম বর্তমান থাকা কাল পর্যন্ত যমিন এবং আসমানের কোন জিনিষ ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। তিনি (খোদাতায়ালা) দোওয়া শুনেন এবং তিনি সব কিছু জানেন।" সুতরাং কোন জিনিষ তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

অনুবাদক— বশীর আহ্‌মদ

১ সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়কে চাশ্‌ত বলা হয়।

হযরত কুদরতউল্লাহ সানওয়ারী (রাঃ) স্মরণে

—আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া

আহমদীয়তের ইতিহাসে যে সকল মহাপুরুষের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে হযরত কুদরতউল্লা সানওয়ারী সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। হযরত সানওয়ারী সাহেব সম্প্রতি প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে করাচীতে তাঁহার নিজ বাটিতে ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তিনি হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) এর জীবিত সাহাবীদের মধ্যে প্রবীনতম ছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন।

মরহুম অত্যন্ত নেক পরহেযগার ছিলেন। তাঁহার সারা জীবন আহমদীয়তের সেবায় নিয়োজিত ছিল। তিনি জামাতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার জীবন হইতে আমাদের বহু কিছু শিখিবার রহিয়াছে।

বাংলা দেশের মাটিও এই মহাপুরুষের পদধূলিতে ধন্য হইয়াছে। একবার হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ)-এর নিকট প্রস্তাব পেশ করা হইল যে, বাংলাদেশের বহু জমাতের লোকের হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের দর্শনের বা তাঁহাদের নিকট হইতে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর যামানার ঘটনাবলী শ্রবণের সৌভাগ্য হয় নাই। কাজেই হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর কোন এক জন সাহাবীকে বাংলাদেশে সফরে প্রেরণ করা হউক। হুজুর এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত মনযুর করিলেন। তখন রাবওয়াতে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর পুরুষ সাহাবীদের মধ্যে মাত্র কয়েক-জনই জীবিত ছিলেন। হুজুর হযরত কুদরতউল্লা সানওয়ারী সাহেব (রাঃ)-কে বাংলাদেশ সফরের জন্য নির্দেশ দিলেন। স্থির হইল সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া হযরত সানওয়ারী সাহেবের সফরের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করিবে। কিন্তু হযরত সানওয়ারী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব খুরশিদ আহ্মদ সাহেব সবিনয়ে হুজুরের নিকট প্রস্তাব পেশ করিলেন যে, তিনি নিজেই তাঁহার পিতার বাংলাদেশ সফরের যাবতীয় খরচ বহন করিতে চাহেন। হুজুর ইহাতে সম্মত হইলেন।

প্রায় ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ হযরত সানওয়ারী সাহেব খলিফার নির্দ্দেশ ক্রমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে দীর্ঘ দেড় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব বাংলার ভাইদের হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মুখনিঃসৃত পবিত্র বাণী এবং তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী শোনাইবার জন্য একাকী সম্পূর্ণ অপরিচিত পথে পা বাড়াইলেন। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর দেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত ভিন্ন ভাষাভাষি এক অঞ্চলের অধিবাসীদের তিনি আল্লাহ্তালার প্রেরিত পুরুষের মুখ নিঃসৃত পবিত্র বাণী ও তাঁহার জীবনের ঈমানবর্দ্ধক ঘটনাবলী শোনাইতে যাইতেছেন, এই আনন্দে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তখন তাঁহার বার্দ্ধক্য জণিত সকল দূর্বলতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

রাবওয়া হইতে ঢাকা পৌঁছবার পর প্রাদেশিক আঞ্জুমানের পক্ষ হইতে প্রাদেশিক আঞ্জুমানের তদানিন্তন

ক্লার্ক ও দারুত তবলিগ মসজিদের মোয়াজ্জিন জনাব শামসুজ্জামানকে হযরত সানওয়ারী সাহেবের সঙ্গী করিয়া দেওয়া হইল। জনাব শামসুজ্জামান এই বুজুর্গের বিভিন্ন জামাত সফরে তাঁহার সংগে থাকিয়া তাঁহার খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত কুদরুতউল্লা সানওয়ারী সাহেব প্রদেশে তাঁহার প্রায় ৩ মাস ব্যাপী সফর কালে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, আহমদনগর, নাটোর; উথলি প্রভৃতি জামাত সমূহ পরিদর্শন করেন এবং উপরোক্ত জমাত সমূহের বন্ধুদের হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর যামানার, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের এবং হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ)-এর জীবনের ঈমানবর্দ্ধক ঘটনাবলী শোনান।

হযরত সানওয়ারী সাহেব যখন প্রথম ঢাকায় আসেন, তখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। পুনরায় তিনি যখন আহমদনগর গমন করেন তখনও বেশ কয়েকদিন আমার তাঁহার সহিত কাটাইবার সৌভাগ্য হয়। আহমদনগরে থাওয়ার পর তিনি প্রত্যহ নিয়মিত হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর যামানার ঘটনাবলী শোনাইতেন। তিনি উর্দ্দু বলিতে পারিতেন কিন্তু প্রায়ই উর্দ্দুর সহিত স্বীয় মাতৃভাষা পাঞ্জাবী মিলিয়া যাইত। ফলে আমাদের পক্ষে তাঁহার কথা বুঝা অনেক সময় কঠিন হইত।

বর্তমানে প্রাদেশিক আমির জনাব মওলবী মোহাম্মাদ সাহেব তখন আহমদনগর জমাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি হযরত সানওয়ারী সাহেবের বক্তব্য আমাদের অনুবাদ করিয়া দিতেন।

আহমদনগরে হযরত সানওয়ারী সাহেবের নিকট বহু ঈমানবর্দ্ধক ঘটনা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। নিম্নে সেই সকল ঘটনাবলী বর্ণনা করিব।

হযরত সানওয়ারী সাহেবের আহমদনগর অবস্থানকালে আমি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের যে কয়েকটি ঘটনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি প্রথমে তাহাই বর্ণনা করিব এবং পরে তাঁহার বর্ণিত ঘটনাবলী বর্ণনা করিব।

হযরত সানওয়ারী সাহেব বর্ত্তমান প্রাদেশিক আমির জনাব মাওলবী মোহাম্মাদ সাহেবের বাংলা ঘরে থাকিতেন। এই ঘরটি আমির সাহেবের ঘরের সঙ্গে বহিঃবাটিতে অহমদনগর মসজিদের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত।

এক দিনের ঘটনা। রাত্রির শেষ প্রহর। ঘুম হইতে জাগিয়া গেলাম এবং সংগে সংগে খেয়াল হইল হযরত সানওয়ারী সাহেবের সংগে ফজরের নামাজ পড়িলে উত্তম হয়। কাজেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলাম। আমার বাড়ী হইতে মসজিদ প্রায় এক ফার্লং দূরে হইবে। আমির সাহেবের বাড়ীর নিকট পৌছিতেই একটানা গুংগানি শব্দে চমকিয়া উঠিলাম।

শব্দ ঠিক আমির সাহেবের বংলা ঘরের দিক হইতেই আসিতেছিল। ভাবিলাম হযরত সানওয়ারী সাহেবের হয়ত কিছু হইয়াছে। দ্রুত তথায় পৌছিলাম। আমির সাহেবের বাংলা ঘরের পাশে পৌছিয়াই বেড়ার ফাঁক দিয়া ঘরে উঁকি মারিলাম। ঘরে মৃদু হ্যারিকেনের আলো জ্বলিতেছিল। হতবাক হইয়া দেখিলাম যে হযরত সানওয়ারী সাহেব তন্ময় অবস্থায় দোয়ায় রত রহিয়াছেন। বার বার তার মুখ দিয়া একটি বাক্য উচ্চারিত হইতেছে। বহু চেষ্টা করিয়া উহার যে অর্থ উদ্ধার করিলাম তাহা হইল "হে আল্লাহ্ আমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট, তুমি আমায় ক্ষমা কর"। এই বাক্যটি আমি দাঁড়াইয়া থাকা অবস্থায় তিনি কম হইলেও দুইশত বার উচ্চারণ করিলেন। আমি অবাক

বিস্ময়ে দাড়াইয়া রহিলাম। হৃদয় ভক্তিতে আপনা হইতেই অপ্লুত হইয়া গেল।

আর এক দিনের ঘটনা। মসজিদে ফজরের নামাজের পর সকালে বসিয়া আছেন। আমদনগর জামাতের প্রেসিডেন্ট (বর্তমান প্রাদেশিক আমির) জনাব মওলবী মোহাম্মদ সাহেব কোরআনের দরস দিতে শুরু করিবেন। এমন সময় হযরত সানওয়ারী সাহেব বলিলেন যে, ফজরের নামাজে আসার কিছু পূর্বে তাঁহার নিকট একটি ইলহাম হইয়াছে। ইলহামটি হইতেছে কোরনের একটি সুরার অংশ। সুরাটির নাম হইতেছে আল নসর।

তাহার নিকট সুরাটির যে অংশের ইলহাম হয় তাহার অর্থ হইতেছে :— "যখন আল্লাহ তালার সাহায্য ও বিজয় আসিবে তখন দেখিবে যে, দলে দলে লোক আল্লাহ্ তায়ালার দীনে প্রবেশ করিতেছে।"

হযরত সানওয়ারী সাহেব আরও বলিলেন যে, এই ইলহাম লাভের পর তাঁহার মনে হইয়াছে যে শীঘ্রই এমন এক সময় আসিতেছে যখন এই এলাকার লোকেরা দলে দলে আহমদীয়ত কবুল করিবে। তাঁহার এই ইলহামের কিছু অংশ পূর্ণও হইয়াছে।

প্রথম দিকে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) -এর নির্দেশক্রমে আহমদনগরে যখন আড়াই মাসের জন্য তাবলিগে খাস হয়, তখন কেহ কল্পনাও করে নাই যে, আহমদনগর এলাকায় কোন লোক বয়াত করিতে পারে। কিন্তু আল্লাহতালা সেখানে অলৌকিক মোজেযা প্রদর্শন করেন এবং মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে সেখানে ৪৫ জন বয়াত গ্রহণ করেন। আল্লাহ-তায়ালা এই ভাবেই তাঁহার প্রিয় ব্যক্তিদের নিকট ভবিষ্যতের সংবাদ দিয়া থাকেন।

আরেক দিনের ঘটনা হযরত সানওয়ারী সাহেবের দারুস হাশিম যাওয়ার কথা। দারুস হাশিম আহমদনগরের একটি মহল্লা। আমির সাহেবের বাড়ী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। হযরত সানওয়ারী সাহেবকে দারুল হাশিম পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য জনাব মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের গরুর গাড়ী তৈয়ার হইল। গ্রাম বিধায় সেখানে অন্য কোন যানবাহন পাওয়া যায় না। আজকাল অবশ্য রিক্সার প্রচলন হইয়াছে। গরুর গাড়ীতে বেশ করিয়া খড় বিছাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তথাপি তাহা হযরত সানওয়ারী সাহেবের খুব মনঃপূত হইল না।

তিনি গাড়োয়ানকে এবং আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ আজ আমাকে গরুর গাড়ীর শক্ত গদিতে বসিয়া দারুল হাশেম যাইতে হইবে। ইহা আমার মনঃপূত নহে। তথাপি হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর কথা শোনাইবার জন্য এই তকলিফ বরদাস্ত করিব।

আল্লাহতায়ালা আমাকে বহু কিছু দিয়াছেন। আমার কয়েকটি মোটর গাড়ী আছে। মোটরগুলি এমন যে, বসিলে মোলায়েম গদিতে দেহ ডুবিয়া যায়। আমার বাড়ীতে টেলিফোন আছে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে বহু নেয়ামত দিয়াছেন। আমার ছেলে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেন। এইসব কিভাবে হইয়াছে তাহাও বলিতেছি শোন। নিয়মিত চাঁদা দেওয়ার বরকতেই আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এই সকল শান শওকত দিয়াছেন। কারণ আল্লাহ্তায়ালা কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরানে বলিয়াছেন যে, যাহারা আল্লাহ্তায়ালার পথে খরচ করে, তিনি তাহার শত শত গুণ ফিরাইয়া দিয়া থাকেন।

আমার পিতা মাসে ১২ টাকা বেতনে চাকরী করিতেন। তাহার নিয়ম ছিল তিনি কর্জ করিয়া সারা বৎসরের চাঁদা এক সংগে দিয়া দিতেন এবং সেই কর্জ মাসে মাসে শোধ করিতেন। আমি নিজে মাসিক ১৩ টাকা বেতনে চাকুরি করিতাম। আমিও

আমার পিতার ন্যায় কর্জ করিয়া সারা বৎসরের চাঁদা এক সংগে দিয়া দিতাম এবং পরে সেই কর্জ শোধ করিতাম। চাঁদা সব সময় হিসাব মত দিতাম এবং ইহাতে কোন দিন অন্যথা করি নাই। ইহার পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে বহু দিয়াছেন। আমার এখন কোন অভাব নাই। আমার ছেলেরা এখন বড় বড় ব্যবসায়ী। লণ্ডনেও আমার ছেলেদের ব্যবসা আছে। বর্তমানে আমার পরিবার হইতে বৎসরে প্রায় ১৫।১৬ হাজার টাকা শুধু লাযেমী চাঁদাই দেওয়া হয়।

তোমরাও এইভাবে চাঁদা দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। আমি বিশেষ ভাবে এই কথা প্রচারের জন্যই বাংলা দেশে আগমন করিয়াছি।"

আরেকদিনের ঘটনা। সেইদিন ছিল ঈদুল ফেতর। ঈদুল ফিতরের নামাজের সালাম মাত্র ফিরাইয়াছি। দেখিলাম মসজিদের দরজায় ই, পি-আর-এর একজন লোক দণ্ডায়মান। তাঁহার হাতে একটি রেডিওগ্রাম।

ঢাকা হইতে তদানিন্তন প্রাদেশিক আমির জনাব মাহমুদুল হাসান সাহেব হযরত সানওয়ারী সাহেবকে রেডিওগ্রামে তাঁহার স্ত্রী ভয়ানক অসুস্থতার সংবাদ দিয়াছেন এবং তাঁহাকে অবিলম্বে করাচী রওয়ানা হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। করাচী হইতে তিনি হযরত সানওয়ারী সাহেবের ছেলে জনাব খুরশিদ আহমদের নিকট হইতে তাঁহার মাতার অসুস্থতা সম্পর্কে যে তার বার্তা লাভ করেন প্রাদেশিক আমির সাহেব রেডিওগ্রাম মারফত তাহাই আহমদনগরে হযরত সানওয়ারী সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন।

খবর পাওয়ার সংগে সংগে আমরা ঈদের দিনেই হযরত সানওয়ারী সাহেবকে কি ভাবে ঢাকার পথে দিনাজপুর পাঠান যায়, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। কারণ আহমদ নগর হইতে ঢাকা আসার জন্য দিনাজপুরে আসিয়া গাড়ী ধরিতে হয়। পঞ্চগড় হইতে আহমদনগরের পার্শ্ব দিয়া বাস দিনাজপুর যাতায়াত করিয়া থাকে। ঈদের দিনে বাস মিলিবে না ভাবিয়া আমরা ট্রাক যোগে হযরত সানওয়ারী সাহেবকে দিনাজপুর প্রেরণের কথা বিবেচনা করিতে লাগিলাম।

এই ব্যাপারে হযরত সানওয়ারী সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি কিছুটা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কে বলিয়াছে আমি যাইতেছি? আমাকে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ) প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার অনুমতি ব্যতিরিকে যাইতে পারি না। তাঁহার (ছেলে) উচিত ছিল প্রথম হুজুরের অনুমতি নেওয়া।" হযরত সানওয়ারী সাহেব কথান্তরে আরও বলিলেন, "স্ত্রী যদি একান্ত মারাই যান, তাহা হইলে পরলোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু খলিফার অনুমতি ছাড়া যাইতে পারি না।" খলিফার নির্দেশ কিভাবে মান্য করিতে হয় এই ঘটনা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। অতঃপর হযরত সানওয়ারী সাহেব তাঁহার থাকার ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যেন কেহ তাঁহার সহিত দেখা না করে। কিছুক্ষণ পরেই তিনি অত্যন্ত উচ্চ আওয়াজে 'শামস' 'শামস' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। হযরত সানওয়ারী সাহেব জনাব শামসুজ্জমান সাহেবকে শামস বলিয়া ডাকিতেন। শামসুজ্জমান সাহেব তাঁহার ঘরে যাওয়ার সংগে সংগে তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা এইমাত্র তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী এখন মারা যাইবেন না"। আল্লাহ্‌তায়ালার নেক বান্দাদের সহিত তাঁহার কত ঘনিষ্ঠ সংযোগ হইতে পারে এই ঘটনা তাহার প্রমাণ।

প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, যখন হযরত সানওয়ারী

সাহেবের স্ত্রীর অসুখের তার আসে, তখন উপস্থিত সকলে এজতেমায়ী দোয়া করেন। মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব পরে জানান যে, উক্ত তারের সংবাদে তিনি বিশেষ বিচলিত হন। তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আজ পবিত্র ঈদের দিনে তোমার পবিত্র মসিহের বুযুর্গ সাহাবীর অবস্থানে এ অধমের গৃহকে তুমি ধন্য করিয়াছ। আজিকার ঈদকে এ অধমের জন্য সত্যকার চির-ঈদ করিয়া দাও। তুমি একদিনের জীবনকে এক শত দিন বাড়াইয়া দিতে পার। যদি তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর দিন নিকটও হইয়া থাকে, তথাপি তাঁহাকে অন্ততঃ হযরত সানওয়ারী সাহেব না ফিরা পর্যন্ত জীবিত রাখো। ইহা তোমার জন্য অত্যন্ত সহজ। ঈদের দিনের আজিকার পাওয়া বিষাদময় সংবাদকে শুভ সংবাদে পরিণত করিয়া দাও। এ অধমের গৃহে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটাইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ অধমের গৃহের আজিকার ঈদের সৌভাগ্যের স্মৃতিকে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর দুঃখময় ঘটনার সহিত সংযুক্ত করিয়া চির অন্ধকার করিয়া দিও না।

হযরত সানওয়ারী সাহেব একবার তাহার চাচা এবং হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) এর অন্যতম সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেবের এক ঘটনা শোনাইলেন।

হযরত সানওয়ারী সাহেব তখন নিতান্তই বালক এবং তাহার চাচা যুবক। পাঞ্জাবে গ্রীষ্মের মওসুমে অত্যাধিক গরম পড়িয়া থাকে। গরমের জন্য রাত্রি বেলায়ও ঘরে টিকা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই রাত্রে লোকেরা ঘর ছাড়িয়া ঘরের উঠানে চারপাইয়ের উপর ঘুমাইয়া থাকে। গরমের দিনে এক রাত্রে হযরত সানওয়ারী সাহেবদের পরিবারের সকলেই উঠানে ঘুমাইয়া আছেন। রাত্রি ঘোর অন্ধকার কোথাও কোন কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ হযরত সানওয়ারী সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়াই তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার চাচা হযরত আবদুল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেব একটা মোমবাতির আলোতে সংগোপনে কি যেন পড়িতেছিল। হজরত সানওয়ারী সাহেবের চারপাইয়ের সামান্য শব্দ হওয়ায় তিনি তৎক্ষনাৎ ফুঁ দিয়া মোমের আলোটি নিভাইয়া দিলেন। প্রাতে হযরত সানওয়ারী সাহেব রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে জানিতে চাহিলে তাঁহার চাচা চাপিয়া গেলেন। কিন্তু বার বার বালক ভ্রাতষ্পুত্রের প্রশ্নবানে জর্জরিত হইয়া তিনি যাহা বলিলেন তাহা হইল, "আমি পবিত্র কোরান পড়িতেছিলাম।" হযরত সানওয়ারী সাহেব এত সংগোপনে কোরান পড়ার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তাহাকে এই ভাবে গোপনে ও পবিত্র কোরান পাঠ করার অভ্যাস করার কথা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেমন অতি গোপন মিলনের ফলে এক নব শিশু জন্ম লাভ করে এবং এই গোপন মিলনের খবর যেমন তাহারা দুই জনে ছাড়া আর কেহ জানে না, ঠিক তেমনি প্রকাশ্যে ছাড়াও গভীর রাত্রে সমগ্র বিশ্ব যখন ঘুমে অচেতন থাকে, তখন যাহারা সংগোপনে আল্লাহতালার মহব্বতে তাঁহার বাণী পাঠ করিয়া থাকেন, আল্লাহ তালার সহিত তাঁহাদের সত্যিকারের প্রেম হয় এবং তাহাদের মধ্যে এক নয়া রূহানী সত্তার জন্ম হয়।

হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) একবার হযরত সানওয়ারী সাহেবকে সদর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার এক খামারের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ঐ সময় হুজুর একদিন হযরত মিয়া বশির আহ্মদ (রাঃ) এবং হযরত ফতেহ্ মোহাম্মদ সাইয়াল (রাঃ)-কে সঙ্গে করিয়া খামার দেখার জন্য তথায় গমন করেন। গ্রাম্য এলাকায় হঠাৎ করিয়া কোন খানে বাহন যোগাড় না হওয়ায় হজরত সানওয়ারী সাহেব হযরত

খলিফাতুল মসিহ সানির (রাঃ) জন্য একটি ঘোড়া যোগাড় করেন। হযরত সাহেব ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং হযরত মিয়া বশির আহমদ সাহেব হযরত ফতেহ্ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব ও হযরত সানওয়ারী সাহেব (রাঃআঃ) পায়ে হাঁটিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে ছিলেন। পথে হযরত সাহেব হযরত সানওয়ারী সাহেবকে খামারের সম্ভাব্য ফসলের একটা হিসাব চাহিলে তিনি একটা অঙ্ক উল্লেখ করিয়া বলেন এত মন ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। ফসলের হিসাবের অঙ্কটি খুবই বেশী ছিল। উহা অতিরঞ্জিত মনে হইয়াছিল। কাজেই হযরত মিয়া বশির আহমদ সাহেব (রাঃ) এবং হযরত ফতেহ্ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব ইংরেজীতে বলিতে-ছিলেন যে, বৃদ্ধ হযরত সাহেবকে খুশী করার জন্য একটা অতিরঞ্জিত হিসাব দিতেছেন। কারণ হিসাবে হযরত মিয়া বশির আহমদ (রাঃ) সাহেব বলিলেন যে, সিন্ধুতে তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কিছু রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন দিনই এত অধিক ফসল হয় বলিয়া তিনি জানেন না। তাঁহারা উভয়েই ইংরাজীতে আলাপ করিতেছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, হজরত সানওয়ারী সাহেব ইংরাজী বুঝেন না, কাজেই তিনি তাঁহাদের ইংরাজী মন্তব্য বুঝিতে পারিবেন না

কিন্তু হযরত সানওয়ারী সাহেব বেশী লেখা পড়া না জানিলেও ইংরাজী যৎ সামান্য বুঝিতেন। তিনি রাগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা যাহাই বলেন না কেন, আমি আতিরঞ্জিত হিসাব দিই নাই। আমি যেমন হিসাব দিয়াছি ফসল তেমনই হইবে এবং ইহা কেবল আমার প্রচেষ্টার জন্য নহে, ফসল আমার দোয়ার বরকতে হইবে। আমি প্রত্যেক জমির কোনায় কোনায় বেশী ফসলের জন্য দুই দুই রাকাত নামাজ পড়িয়াছি এবং চার চারটি সেজদা দিয়াছি। আমি খোদার নিকট বলিয়াছি 'হে খোদা। এ তোমার খলিফার যমীন! ফসল বেশী দাও। সাধারণের জন্য বেশী এবং তোমার প্রিয় খলিফার জন্য বেশীর মধ্যে পার্থক্য দেখাইও।' সুতরাং যাহা কিছু হইবে, তাহা আমার দোয়ার বরকতেই হইবে।"

এই ঘটনার কিছুদিন পর হজরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) এক বক্তৃতায় এই ঘটনা উল্লেখ করেন এবং হুজুর জানান যে, হযরত সানওয়ারী সাহেব যে পরিমাণ ফসল হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, উক্ত খামারে তদপেক্ষা ৮ হাজার টাকার অধিক ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। আল্লাহ্‌তালা তাঁহার নেক বান্দাদের দোয়াতে এই ভাবেই বরকত দিয়া থাকেন। বাংলা দেশের জমিওয়ালা কৃষক ভ্রাতারাও এইভাবে জমির কোনায় কোনায় নামাজ পড়িয়া এই বুজুর্গের জীবনের অনুরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

★

॥ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

'প্রকৃত সৌভাগ্য লাভের উপায়'

"সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি নহে যে, পার্থীব সম্পদ লাভ করে এবং ঐ সম্পদের দরুণ সে অগণীত বিপদ-আপদের লক্ষ্যস্থল হইয়া যায়। বরং সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে ঈমানের সম্পদ লাভ করে এবং খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধাগ্নি হইতে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে এবং সর্বদা নিজেকে নফ্‌স্ এবং শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে; কারণ সে এইরূপে খোদাতা'লার প্রীতি ও সন্তুষ্টিকে অর্জন করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, ইহা বিনা চেষ্টায় হাসিল হয় না। ইহার জন্য নামাযে তোমাদিগের দোয়া করা আবশ্যক, আল্লাহ্‌তা'লা যেন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তিনি যেন তোমাদিগকে পাপে নিমজ্জিত জীবন হইতে মুক্তি পাওয়ার শক্তি ও সামর্থ দান করেন; কারণ পাপ হইতে বিরত হওয়া, তখন পর্যন্ত সম্ভবপর নহে, যতক্ষন না আল্লাহ্‌তায়ালা ফযল (অনুগ্রহ) এবং তৌফিক (সামর্থ) দান করেন। উক্ত ফযল ও তৌফিক দোয়ার দ্বারা লাভ হয়। সুতরাং নামাযে দোয়া করিতে থাকিবে যে, "হে আল্লাহ! আমাদিগকে সেই সকল কর্ম হইতে বিরত রাখ, যাহা পাপরূপে পরিগণিত এবং তোমার ইচ্ছা ও নির্দ্দেশ বিরোধী। তেমনি ভাবে প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদ হইতেও রক্ষা কর, যাহা পাপ কর্মের ফলস্বরূপ, এবং আমাদিগকে খাঁটি ঈমানের উপর কায়েম রাখ (আমীন)।" জানিও, মানুষ যাহা তালাশ করে, সে তাহাই পাইয়া থাকে এবং যাহার প্রতি অবহেলা করে, সে উহা হইতে বঞ্চিত হয়? جوئندہ یابندہ —ফারসী প্রবাদ বাক্যটি সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু যাহারা পাপ সম্বন্ধ চিন্তা-ভাবনা করে না এবং খোদাতায়ালাকে ভয় করে না, তাহারা পবিত্র হইতে পারে না। পাপ হইতে তাহারাই পবিত্রতা লাভ করে, যাহারা ইহার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকে।

অনেক মানুষ পৃথিবীতে আছে, যাহারা অন্ধের ন্যায় জীবন যাপন করে। কেননা তাহারা ইহার কোন সন্ধানই রাখে না যে, তাহারা পাপ করিতেছে, অথচ পাপ কাহাকে বলে। সাধারণ লোকের কথা ত স্বতন্ত্র, অনেক উলামাও ইহার কোন খবর রাখেন না যে, তাঁহারা গুনাহ্ করিতেছেন, অথচ তাঁহারা কোন কোন পাপে জড়াইয়া পড়েন এবং করিতে থাকেন।"

(আল-বদর, ১৬ই মার্চ ১৯০৪)

অনুবাদক :—আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

★

॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) ও আবদুল্লাহ আথম ॥

মোঃ নুরুল আলম

একবার যাহার মৃত্যু হয়, দুনিয়াতে তাহার আর দ্বিতীয়বার আগমন হয় না। কিন্তু এক সময় আসিল যে মুসলমানগণ ইহা ভুলিয়া গেল এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয়বার আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদিগের ধারণা যে হযরত ঈসা (আঃ) সশরীরে আসমানে জীবিত আছেন, তাঁহার দ্বিতীয়-বার আগমন হইবে। মুসলমানদের এই ভুল আকিদার জন্য খ্রীষ্টানগণ মুসলমানদিগের প্রতি অতি সহজে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে পারিল। খ্রীষ্টানদিগের মতবাদের সহিত তাহাদের অনেকটা বৈষম্য আর রহিল না। খ্রীষ্টানদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। খ্রীষ্টান পাদ্রিরা মুসলমানদিগকে ভুল বুঝাইয়া তাহাদের সংখ্যা বাড়ানোর কার্যে শুধু সাফল্য লাভ করিল না, বরং ইসলাম ও রসুলুল্লাহ্‌র উপর নানারূপ মিথ্যা প্রচার, এমন কি গালিগালাজ, নিন্দা করা, কোন কিছু হইতে বিরত হইল না। সেই সময় খ্রীষ্টানদিগের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন আবদুল্লা আথম। তিনি হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) মোকাবেলা করার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। আফসোসের কথা যে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা রসুল (সাঃ) এবং ইসলামের নিন্দা করিতে লাগিল। মুসলমানদের মধ্য হইতেও অনেক হতভাগ্য সেই খ্রীষ্টান পাদ্রিদের সহিত মিশিয়া হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিল। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর সহিত তখন অতি স্বল্প সংখ্যক লোক ছিল। বিরুদ্ধ পক্ষে ছিল অগণিত জনগণ। আল্লাহতায়ালা স্বয়ং যাহার সহায়, সে কোনো শক্তিকে ভয় করে না। জগতের যত বড় শক্তিই হউক, তাঁহার কাছে আসিয়া পরাজয় বরণ করে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অমৃতসরে আবদুল্লাহ্ আথমের সহিত মোবাহেসার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৫ দিন পর্যন্ত মোবাহেসা হইল। আবদুল্লাহ আথম আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) মোবাহেসার শেষ দিন যে লেখা পেশ করিলেন, উহাতে ইহাও লিখিলেন যে, খোদাতায়ালা তাহাকে জানাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি খোদার পরিবর্তে ইনসানকে খোদা বলিতেছে, তাহাকে ১৫ মাসের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে। যদি সে তৌবা করে, বিপদ কাটিয়া যাইবে। খ্রীষ্টানদিগের পাদ্রি আবদুল্লাহ্ আথম রসুল (সাঃ)-কে দজ্জাল বলিয়া গালি দিত এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অপবাদ দিত। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক প্রিয় নবী আল্লাহ্‌র কত প্রিয়, তাহা তাহার জ্ঞানের বহির্ভূত ছিল। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) তাহার সম্বন্ধে উপরুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পত্রিকায় ছাপাইয়া দিলেন। আবদুল্লাহ্ আথমের অবস্থায় পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল এবং ভীতি বিহ্বল হইয়া ইসলাম ধর্ম সত্য বলিয়া মনে মনে অনুভব করিল এবং বিরোধিতা হইতে বিরত হইল। খ্রীষ্টানদিগের সমর্থন করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে লেখনি তাহার বন্ধ হইল। কিন্তু সে মৌখিক স্বীকৃতি দিতে পারিল না। সুতরাং সে রেহাই পাইল না। ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্চার্য ফল দেখা দিল। সে সর্বদা নিজেকে অসহায় মনে করিতে লাগিল। সে দেখিতে লাগিল কখনও বা তাহাকে কামড়

দেওয়ার জন্য কুকুর পিছনে পিছনে তাড়া করিতেছে, কখনও বা তাহাকে দংশন করিবার জন্য সাপ আসিতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে তখন মনে মনে তৌবা করিল। ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র এ ভুল ধারণা তাহার হৃদয় হইতে দূর হইল এবং ইসলাম যে সত্য ধর্ম্ম এ ধারণা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, কিন্তু সে ইহা মৌখিক ভাষা দ্বারা স্বীকার করিতে পারিল না। তবুও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে মনে মনে ইসলামের সত্যতা বিশ্বাস করায় খোদার গজব স্থগিত হইল। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ ঘোষণা করিতে লাগিল যে, ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছে। তখন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আবদুল্লাহ্ আথমকে জানাইলেন, আপনি কসম করিয়া বলুন, ইসলাম সত্য নয়, ঈসা (আঃ) খোদার বেটা এ কথা সত্য এবং আপনি সত্যের দিকে রুজু করেন নাই, তাহা হইলে আপনাকে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

বোধ করি ১০০০৲ টাকা প্রাপ্তির চেয়ে আসমানি গজবের ভয় বেশী ছিল, সেইজন্য আথম কোনো কিছু বলিতে অস্বীকার করিল এবং পরবর্তী ৭ মাসের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

★

॥ অন্তরমুখী ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

হে অনন্ত অসীম!

স্রষ্টা অসীম; তাঁর সৃষ্টিরও কোন পরিসীমা নেই। সৃষ্টির অসীমতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রধানতঃ দু'দিক থেকে বিবেচনা করা দরকার। প্রথমতঃ সৃষ্টির ব্যাপকতা। মানুষ তার সৃষ্টির দিগন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য চর্ম চক্ষুর সাথে অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণের সংযোগ ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয়। ক্রমাগত এসব যন্ত্রের শক্তিও বাড়িয়ে চলেছে। এতে আদম সন্তান বুঝতে পারছে, সৃষ্টির অতি নগন্য অংশই তার দৃষ্টির গোচরে আসছে। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টির গুণগত দিক। উদাহরণ দিলেই কথাটা বুঝা যাবে। সামান্য দূর্বা গাছের কথাই ধরা যাক। গাছটি সীমিত। এনিয়ে গবেষণারও অন্ত নেই। গবেষণা যতই এগিয়ে চলেছে ততই মানুষের কাছে হাজারো নতুন রহস্য ধরা পড়ছে। তাতেই বুঝা যায় দুর্বা গাছ কেন এর একটি কোষে (cell) যে সব রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে, সে সম্বন্ধে শেষ কথা কখনও বলা যাবে বলে মনে হয় না। দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির সামান্য একটি কোষের মধ্যেও সৃষ্টির অসীমতার সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে।

স্রষ্টা যে অনন্ত অসীম তা' তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে অতি সহজেই হৃদয়ংগম করা যায়। তাই যারা মহাকাশের অতি ক্ষুদ্র অংশে ঘুরেই বলেন যে স্রষ্টাকে কোথাও খোঁজে পাওয়া যায়নি, তারা 'দৃষ্টিভ্রমে' পড়ে অযথা অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছে বলা যায়। অপরদিকে সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টাকে হৃদয়ংগম করার শক্তি যারা অর্জন করেন, তারা মহাকাশেও গিয়ে তা' অনুভব করতে পারেন। তাঁরা যেখানেই থাকুন না অতি দীনতার সাথে স্রষ্টার দরবারে নিজের প্রর্থনা পেশ করে থাকেন। এরই প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায় বড়দিন উপলক্ষে এপোলো—৮ হইতে কমণ্ডার ফ্রাঙ্ক বোরম্যানের প্রর্থনায়ঃ

"হে খোদা। আমাদের এমন দৃষ্টিশক্তি দান কর, যাহা দ্বারা আমরা মানবিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিশ্বে প্রেম দেখিতে পারি। আমাদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা যাহাতে ঐশ্বরিক শক্তিতে নির্ভর করিতে পারি, আমাদের সেই বিশ্বাস দান কর। আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করার উপযুক্ত জ্ঞান আমাদের দাও এবং ভবিষ্যতে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকে কি করিতে পারি তাহা আমাদের প্রদর্শন কর।"

★

॥ সাওয়াল ও জওয়াব ॥

মোঃ আনিসুর রহমান সাদেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৪৩। প্রঃ—কোরআন শরীফে কতজন নবীর নাম উল্লেখ হইয়াছে ?
উঃ—২৭ জন।

১৪৪। প্রঃ—কোরআন শরীফের উল্লেখিত নবীগণের নাম কি ?
উঃ—হযরত আদম (আঃ), হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ), হযরত ইব্রাহিম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত নুহ (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত ইদরীস (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত লুত (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইসমাইল (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত শুয়ায়েব (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত হারুণ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত যাকরিয়া (আঃ), হযরত এহিয়া (আঃ), হযরত লোকমান (আঃ), হযরত ইসায়া (আঃ), হযরত ওযাইর (আঃ), হযরত যুলকারনাইন (আঃ)।

১৪৫। প্রঃ—কোরআন করীমে কোন কোন জীবের নাম উল্লেখ হইয়াছে ?
উঃ—গরু, উট, হাতী, ঘোড়া, ছাগল, গাধা, কুকুর, বানর, শূকর।

১৪৬। প্রঃ—কোরআন শরীফে কোন কোন পাখীর নাম আসিয়াছে ?
উঃ—কাক, আবাবীল, হুদহুদ।

১৪৭। প্রঃ—কোরআন শরীফে কোন কোন ফলের নাম আসিয়াছে ?
উঃ—খেজুর, কলা, বেদানা, আঙ্গুর।

১৪৮। প্রঃ—কোরআন করীমের কোন কোন সুরা নবীগনের নামে উল্লেখ হইয়াছে ?
উঃ—সুরা ইউনুস, সুরা হুদ, সুরা ইব্রাহিম, সরা ইউসুফ, সুরা মোহাম্মাদ (সাঃ)।

১৪৯। প্রঃ—কোরআন করীমে কোন কোন যুদ্ধের নাম উল্লেখ হইয়াছে ?
উঃ—বদর এবং হুনায়েন।

১৫০। প্রঃ—কোরআন শরীফে কোন দেশের নাম অসিয়াছে ?
উঃ—রোম।

১৫১। প্রঃ—কোরআন শরীফে কোন রাণীর নাম আসিয়াছে ?
উঃ—রাণী সাবা।

১৫২। প্রঃ—কোরআন করীমে কোন বাদশাহ্‌র নাম উল্লেখ হইয়াছে ?
উঃ—হযরত সুলায়মান (আঃ)।

১৫৩। প্র :—কোরআনে খলিলুল্লাহ্ কাহাকে বলা হইয়াছে ?
উ ঃ—হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে।

১৫৪। প্র : —কোরআন শরীফে কলিমুল্লাহ্ কাহাকে বলা হইয়াছে ?
উ ঃ—হযরত মুসা (আঃ)-কে।
প্রঃ—কোরআন কোন মাসে নাযিল হইয়াছে ?
উ ঃ—রমাযান মাসে।
প্র ঃ—কোরআন শরীফ একত্র করিয়া কে বিদেশে পাঠান ?
উ ঃ—হযরত ওসমান (রাঃ)।

১৫৫। প্র ঃ—কোন কোন নবীকে শহীদ করা হইয়াছে ?
উ ঃ—হযরত যাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত এহিয়া (আঃ)।

১৫৬। প্র ঃ—কোন নবীকে নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল ?
উ : —হযরত ইউনুস (আঃ)-কে।

১৫৭। প্রঃ—কোন নবী মাছের পেটে তিন দিন ছিলেন ?
উ ঃ—হযরত ইউনুস (আঃ)।

১৫৮। প্রঃ—কোন নবীকে শূলীতে মারিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল ?
উ : —হযরত ঈসা (আঃ)-কে।

১৫৯। প্রঃ—হযরত মুসা (আঃ)-এর কওমকে কত বৎসর পাহাড়ে প্রান্তরে থাকিতে হইয়াছিল ?
উ ঃ—৪০ বৎসর।

১৬০ প্র ঃ—ইহুদিগণের এবাদত করার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট ছিল ?
উ ঃ—শনিবার।

১৬১। প্র :—হযরত মুসা (আঃ) এর কওম কি নামে পরিচিত ?
উ ঃ—ইহুদি।

১৬২। প্র ঃ—তালুত এবং জালুত কে ছিলেন ?
উ ঃ—হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর যামানায় দুই বাদশাহ ছিলেন।

১৬৩। প্র ঃ—হামান কে ছিলেন ?
উ ঃ—হামান হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর একজন সর্দার ছিলেন।

১৬৪। প্র ঃ—হাবিল এবং কাবীল কে ছিলেন ?
উ ঃ—হযরত আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র।

১৬৫। প্র ঃ—কোন নবীকে আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল ?
উ ঃ—হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে।

১৬৬। প্র ঃ—রুহুল্লাহ কাহকে বলা হইয়াছে ?
উ ঃ—হযরত ঈসা (আঃ) কে।

(ক্রমশঃ)

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ভেজালের প্রতিবাদ করার জের ঃ

১০।১।৬৯ তারিখের দৈনিক পয়গাম পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামায় কুমিল্লা হইতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি হলো ঃ

"দুগ্ধজাত দ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়া দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন ও জন স্বাস্থ্য বিপন্ন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া এখানকার একজন গোয়ালা অপর এক গোয়ালার হাতে মার খাইয়া আহত ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আহত ব্যক্তির অভিযোগে প্রকাশ, ঘৃত, মাখন, দধি, ক্ষীর, প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে মতলবের বহু দিন হইতেই সুনাম রহিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কয়েক ব্যক্তি নানারূপ ভেজাল মিশাইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে মতলবের সুনাম ক্ষুণ্ন ও জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হইতেছে দেখিয়া, সে উহাদের নিকট যাইয়া প্রতিবাদ জানায়। তাহার এই প্রতিবাদে উহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং বচসার মধ্যে একজন পিড়ি দ্বারা তাহার মাথায় আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে সে আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া যায়।"

অনেকেই বলেন যে এ যমানাতে আমরা এতদূর এগিয়ে গিয়েছি যে শত শত বছর আগেকার নীতি-বাক্য মেনে চলার কোনই প্রয়োজন নেই। ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধেও তারা বলেন, এ ছিল অসভ্য আরবদের জন্য। এগিয়ে বিংশ শতাব্দির মানুষের মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? তাদের দরবারে দু'টো প্রশ্ন পেশ করতে চাই। তারা কি জাল ভেজালের কাজে এতই ব্যস্ত হয়ে আছেন যে মানুষের মংগলামংগল বিবেচনা করে দেখার তাদের সময়ই নেই? এ সময় না থাকাতে কি মানুষের অমংগল এড়ানো যাবে।

অথবা তারা কি প্রমাণ দিতে পারবেন যে, জাল ভেজাল পুরাকালে মানুষের ক্ষতিসাধন করলেও আধুনিক যুগে এসবের দ্বারা মানুষের শুধু হিত সাধিত হয়, কোন অবস্থাতেই ক্ষতি হয় না? যদি এরূপ প্রমাণ না দিতে পারেন, তবে বর্বর যুগের নাম দিয়ে নীতি শিক্ষাকে জীবন হতে বিদায় দিয়ে নিজেদের বর্বরতা যে ঢাকা যাবে না, উপরোক্ত ঘটনাই এর অকাট্য প্রমাণ বহন করছে।

★

দাজ্জাল ও তাহার গাধা
এবং
ইয়াজুজ ও মাজুজ

মৌলবী মোহাম্মাদ

জনগণের নিকট হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের শুভ সংবাদ শুনাইলে, তাহারা প্রশ্ন করে দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ কোথায়? তাই আমরা এই প্রবন্ধে উহাদের পরিচয় দিব। হযরত রসুল করীম (সাঃ) দাজ্জাল ও তাহার গাধা এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্বন্ধে যে সব লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কাশফ ও রুইয়ায় দেখা। স্বপ্নে দেখা বিষয় হুবহু মিলে না। উহাদের পূর্ণতা তাবির করিয়া বুঝিতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি এক জাতিকেও বুঝাইয়া থাকে। যেমন পুস্তকে আমরা কোন জাতিকে এক ব্যক্তির ছবি দিয়া বুঝাইয়া থাকি। এ কথা এখানে বলিবার কারণ এই যে, অভিধানে দাজ্জাল এক জাতিকে বুঝায়। এই শব্দের ছয়টি অর্থ আছে। যথাঃ—(১) মহা মিথ্যাবাদীর দল, যাহারা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া দেখায়। (২) যাহা পৃথিবীকে এমনভাবে ঢাকিয়া দেয়, যেমন উটের দেহে আলকাতরা মালিশ করিলে, উহা সারা দেহকে ঢাকিয় দেয়। (৩) মহা ভ্রমণকারী (৪) মহা ধন ও বিত্তশালী। (৫) এক বড় দল, যাহা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। (৬) ব্যবসায়ীর দল, যাহারা ব্যবসা করিয়া ফিরে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ হযরত নুহ (আঃ)-এর পুত্র ইয়াফেসের বংশধরগণের এক শাখা জাতি।

(তফসীরে আবু সউদ, তফসীরে কবিরের হাসিয়া সুরা কাহাফ দ্রষ্টব্য)

ইয়াজুজ ও মাজুজ আজুন শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আজুন শব্দের অর্থ আগুন। এই নাম ইঙ্গিত করিতেছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ এক জাতি, যাহারা আগুনের বহুল ব্যবহার করিবে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য জাতি আজ আগুনের বহুল ব্যবহার দ্বারা জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

"انى قد اخرجت عبادا لى لا يدان لاحد بقتا لهم"

অর্থৎ, "নিশ্চয় আমি আমার এমন এক দাস-দলের অভ্যুত্থান করিব, যাহাদের মোকাবিলায় কাহারও যুদ্ধ করিবার সাধ্য হইবে না।" (মুসলিম ও তিরমিযী)।

তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, প্রতিশ্রুত মসিহ্ এবং তাঁহার অনুগামীগণও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। পরন্তু তাঁহারা অবরুদ্ধ অবস্থায় তুর পর্বতে (অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয়ে) অবস্থান করিবেন। প্রকৃত পক্ষে দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ একই সম্প্রদায়ের জাতীয় জীবনের দুইটি ধারার পরিচয় প্রকাশকারী নাম। ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতা প্রকাশে তাহারা দাজ্জাল এবং রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রকাশে তাহারা ইয়াজুজ ও মাজুজ। দাজ্জালের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহা সুস্পষ্ট যে, দাজ্জাল

এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ একই সম্প্রদায়ের লোক। তিনি বলিয়াছেন, "তাহাদের মধ্যে যে কেহ দাজ্জালের দেখা পাইবে, সে যেন তাহার উপর সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষ দশ আয়াত পড়ে।"

(মসনদে ইমাম হাম্বল)।

পাঠক! পবিত্র কুরআন খুলিয়া দেখুন সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে ভ্রান্ত খ্রীষ্টান ও তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে সাবধান করা হইয়াছে এবং কৃষ্টি ও সভ্যতাতে তাহাদের আশ্চার্যজনক উন্নতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং শেষ দশ আয়াতে ইয়াজুজ ও মাজুজের শিল্প বিস্তায় অভূতপূর্ব প্রতিযোগীতামূলক উন্নতি, বিপুল সমর সজ্জা ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পরিণামে ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীর বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে। সুতরাং একা দাজ্জালের সম্পর্কে হুশিয়ার সূচক প্রথম দশ ও শেষ দশ আয়াতগুলির মধ্যে শেষের আয়াতগুলিতে ইয়াজুজ ও মাজুজের উল্লেখ ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে যে, দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ একই সম্প্রদায়ের লোক। সুরা ফাতেহার শেষেও আমাদিগকে ضالين অর্থাৎ খ্রীষ্টানগণের ভ্রান্ত আকিদা হইতে দূরে থাকিবার প্রার্থনা শিক্ষা দিয়া আমাদের আলোচ্য বিষয়টিকে আল্লাহ্‌-তায়ালা আরও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সহি মুসলিমের একটি হাদিস দাজ্জালের পরিচয়কে একেবারে সন্দেহাতীত করিয়া দিয়াছে। উহা এই যে, তমীমদারী কাশফে দাজ্জালকে এক গীর্জায় আবদ্ধ দেখিয়া ছিলেন। ইহাতে তাহারা যে খ্রীষ্টান, তাহা দ্বিধাহীন-ভাবে প্রতিপন্ন হইল। বস্তুতঃ ধর্ম ও সভ্যতায় খ্রীষ্টানগণ দাজ্জাল এবং বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ও সমর-শক্তিতে তাহারা ইয়াজুজ ও মাজুজ। অগ্নির সদ্ব্যবহারে তাহাদের সকল উন্নতি এবং ইহার অপব্যবহারে তাহাদিগের ধ্বংস হইবে। এখন বিভিন্ন হাদিসে দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের সম্বন্ধে যে পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার্থে নিম্নে সহজ ভাষায় দফাওয়ারী ব্যাখ্যাসহ লিখিত হইল।

দাজ্জালের পরিচয়

(১) সে এক চক্ষু বিশিষ্ট হইবে। তাহার দক্ষিণ চক্ষু কানা হইবে। (বুখারী ও মুসলিম)।

মানুষের দৃষ্টি দুই প্রকারের। একটি আধ্যাত্মিক ও অপরটি পার্থিব। দক্ষিণ চক্ষু ধর্ম-দৃষ্টি নির্দেশক এবং বাম চক্ষু পার্থিবতা নির্দেশক। খ্রীষ্টান জাতির ধর্ম-চক্ষু অন্ধ। তাহারা একজন নবীকে একদিকে খোদা বলিয়া পূজা করে এবং অপর দিকে খোদা-পিতা, খোদা-পুত্র এবং খোদা-পবিত্রাত্মা তিনজনকে এক বলে এবং অদ্বিতীয় এক খোদাকে তিন বলিয়া বিশ্বাস করে। পাশ্চাত্য জাতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবে পারদর্শি হইয়াও এক যে তিন হয় না এবং তিন এক হয় না, ধর্মের ব্যাপারে এ সহজ কথা তাহারা বুঝে না, এমনি তাহারা অন্ধ। আহ্‌মদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে ডাঃ মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) যখন ইংলণ্ডে ইসলাম প্রচারে যান, তখন তিনি একদিন সেখানে তিন পেন্সওয়ালা একটি পুস্তকের দোকান দেখেন। সেই দোকানের সকল পুস্তকের মূল্য তিন পেন্স করিয়া ছিল। দোকানদারকে খ্রীষ্টিয় ধর্মের ভ্রান্ত মতবাদ বুঝাইতে তিনি সেই দোকানে গিয়া একটি বই পসন্দ করেন। খ্রীষ্টান দোকানদার বইটির মূল্য ৩ পেন্স চাহেন। তখন ডাঃ মুফতী সাহেব পকেট হইতে ১টি পেন্স বাহির করিয়া দোকানদারকে দেন। ইহাতে দোকানদার তাঁহাকে জানান যে, তিনি ভুল করিয়াছেন, তাঁহাকে আরও দুই পেন্স দিতে হইবে। তখন ডাঃ মুফতী সাহেব বলেন, "সে কি কথা! আমি ঠিকই দিয়াছি। আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, তিনেই এক এবং একই তিন?" দোকানদার লজ্জিত

হইয়া বলে, "উহা তো ধর্মের কথা, ব্যবসায়ে উহা চলে না।" অথচ "তিন খোদা এক এবং এক খোদা তিন" এই জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যা মতবাদ প্রচার করিয়া খ্রীষ্টানগণ বিশ্বকে ভ্রান্ত করিতেছে। সুরা ফাতেহা এবং কাহাফে মুসলমানদিগকে খ্রীষ্টানদের এই ভ্রান্তি অপমোদনের আদেশ দেওয়া আছে। ডাঃ মুফতী সাহেব পবিত্র কুরআনের আদেশে সেই খ্রীষ্টান দোকানদারকে প্রত্যক্ষ শিক্ষাই দিয়াছিলেন, যাহা দোকানদার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, এক তিন হয় না। তবুও তিনি তাঁহার কানা চক্ষু খুলিলেন না। ব্যবসায়ের জন্য তাঁহার দৃষ্টি ঠিক রাখিলেন, কিন্তু ধর্মের জন্য তিনি তাঁহার অন্ধ চক্ষু বজায় রাখিলেন। এই অন্ধত্ব এরূপ এক মিথ্যার উপর স্থাপিত যে, সে সম্বন্ধে খোদাতায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা মরিয়মে বলিয়াছেন—

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ○ لقد جئتم شيئا ادا ○ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ○

"এবং তাহারা বলে, রহমান খোদা এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। নিশ্চয় তোমরা এরূপ এক জঘন্য কথা বলিয়াছ যে, আকাশ ফাটিয়া যাইতে ও পৃথিবী চৌচির হইতে এবং পর্বত সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে চাহে।" (সুরা মরিয়ম—৬ষ্ঠ রুকু)।

সুতরাং খ্রীষ্টানগণ খোদার সহিত অংশীদার খাড়া করিয়া জগতের সর্বাপেক্ষা জঘন্য মিথ্যাবাদী হইয়াছে!

(২) তাহার কপালে কাফ (ك), ফে (ف) এবং (ر) রে অর্থাৎ কুফর (তৌহীদে অবিশ্বাসী অংশীবাদীতা) লেখা থাকিবে। প্রত্যেক লেখাপড়া জানা এবং লেখাপড়া না জানা মেমেন (বিশ্বাসী) উহা পড়িতে পারিবে। (বুখারী ও মুসলিম)।

জনগণের নিকট দাজ্জালের পরিচয় প্রতিশ্রুত মসিহ্ লুদ শহরে আসিয়া প্রথম করাইবেন। তিনি পরিচয় নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিবেন هذا الدجال অর্থাৎ "এই দাজ্জাল"। (মুসলিম)।

ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) যথা সময়ে অবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে লুধিয়ানা শহরে ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দেন যে, "খ্রীষ্টান পাদরীগণ দাজ্জাল। তাহারা সকল নবী প্রদত্ত তৌহীদের শিক্ষার বিপরীত তিন খোদার প্রচার করিয়া থাকে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ হযরত ঈসা (আঃ) খোদা নহেন, তিনি মানুষ ছিলেন। তিনি মারা গিয়াছেন এবং খ্রীষ্টানদের কাফ্ফারার (প্রায়শ্চিত্তবাদের) আকিদা মিথ্যা"। তাহারা তিন খোদা মানিয়া খোদার একত্বকে অস্বীকার করিয়া সর্বাপেক্ষা বড় কুফর করিয়াছে। তাহারা অদ্বিতীয় খোদার নিকট সেজদা না করিয়া যীশুর নিকট মাথা নোয়ায়। তাহাদের কপাল খোদার জন্য সেজদায় মাটি স্পর্শ করে না। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে গ্রহণ করিয়া ইসলাম কবুল করিবার জন্য হযরত ঈসা (আঃ), তাঁহার অনুগামীগণকে জোর তাগিদ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সে আদেশকে শিরোধার্য করে নাই এবং তাহারা ইসলাম ও মুসলমানগণকে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার ত্রুটি করে নাই। তাহাদের মধ্যে যাহারা মানিয়াছিল, তাহাদের কপালে সেজদার সাক্ষ্য রহিয়াছে। কিন্তু যাহারা মানে নাই এবং বিরোধিতার কোমর বাঁধিয়াছে, তাহাদের সেজদার চিহ্নবিহীন কপাল তাহাদের দাজ্জাল হওয়ার প্রমাণ দিতেছে। ইহাই তাহাদের কপালে كفر লেখা থাকার অর্থ।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে যাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা শিক্ষিত হউক অথবা লেখাপড়া না জানা হউক, খ্রীষ্টানগনকে অতি সহজেই দাজ্জাল বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছে। যদি সত্যই তাহাদের কাপালে আরবী ভাষায় كفر লেখা থাকিত তাহা হইলে প্রত্যেক আরবী লেখা জানা ব্যক্তি, কাফের বা মোমেন হউক, পড়িতে পারিত এবং না জানা মোমেন পড়িতে পারিত না। পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে কেহ খ্রীষ্টানদিগের প্রতি নজর করিবে, সেই তাহাদিগের সত্য পরিচয় উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং তাহাদের কপালের চিহ্নহীন কুফর লেখা পড়িয়া ফেলেন।

(৩) তাহার সঙ্গে জান্নাত এবং দোযখ থাকিবে॥ তাহার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে দোযখ হইবে।

(বুখারী ও মুসলিম)।

খ্রীষ্টান-জগত আজ তাহাদিগের ফলিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা আয়েশ ও আরাম উপভোগের যে সব উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা পার্থিব জগতে বেহস্তস্বরূপ। তাহাদের বেহেস্ত তাহাদিগক অহঙ্কারী ও শক্তিমদে মত্ত করিয়া সুনিশ্চিত মহা প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের অগ্নি-যজ্ঞের দিকে লইয়া যাইতেছে। তাহাদের বেহেস্ত তাহাদিগকে দোযখের আগুনের দিকে দ্রুত ধাবিত করিয়াছে। জান্নাতের আর এক অর্থ বাগান। খ্রীষ্টানগণ বাগানওয়ালা বাড়ীতে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু উহাতে মদ, নাচ, ও ব্যভিচারের যে আয়োজন থাকে, তাহা তাহাদের জান্নাতকে দোযখের নামান্তর বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

(৪) তাহার সঙ্গে আগুন ও পানি থাকিবে। লোকের চক্ষে, যাহা পানি বলিয়া পরিদৃষ্ট হইবে, উহা প্রকৃত পক্ষে আগুন হইবে এবং যাহাকে লোকে আগুন বলিয়া মনে করিবে, উহা প্রকৃত পক্ষে শীতল ও সুমিষ্ট পানি হইবে। (বুখারী ও মুসলিম)।

অত্র দফার বর্ণিত লক্ষণ প্রকৃত পক্ষে উপরে বর্ণিত ৩ দফায় লক্ষণের আর এক প্রকাশ। পানি জীবনের প্রতীক এবং অগ্নি কষ্টের প্রতীক। পানি স্বচ্ছন্দ পার্থিব জীবন নির্দেশক এবং অগ্নি পার্থিব কষ্ট নির্দেশক। রমযান মাসে দৈহিক কষ্ট বরণ করিয়া আমরা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করি। রমযান শব্দ অগ্নি নির্দেশক। সুতরাং এই লক্ষণে ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য জাতির স্বচ্ছন্দ পার্থিব জীবন প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক পতন ও দোযখের কারণ হইবে এবং তাহাদিগের চালচলনের বিপরীত সংযত ও সৎ জীবন কষ্টকর, কিন্তু আধ্যাত্মিক কল্যানের কারণ হইবে।

(৫) সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষন করিতে আদেশ দিবে এবং আকাশ বৃষ্টি বর্ষন করিবে।

(মুসলিম ও তিরমিযী)।

পাশ্চাত্য জাতি আজ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এক সীমার মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণে সক্ষম হইয়াছে।

(৬) যমীনকে সে শষ্য উৎপাদন করিতে আদেশ দিবে এবং যমীন শষ্য উৎপাদন করিবে।

(মুসলিম ও তিরমিযী)।

পাশ্চাত্য জাতি আজ নানা প্রকার বীজ ও সার উৎপাদন করিয়া, তদ্বারা অবিশ্বাস্য ভাবে শষ্য উৎপাদন করিতেছে। এক একরে দেড় শত মণ ধান্য ফলিতেছে।

(৭) অনুর্বর ক্ষেত্র তাহার আদেশে আপন ধন-ভাণ্ডার খুলিয়া বাহির করিয়া দিবে।

(মুসলিম ও তিরমিযী)।

ফসলের অযোগ্য মরুভূমি এবং কঙ্করময় এলাকায় পাশ্চাত্য জাতি নানাবিধ যন্ত্র এবং সাজ সরঞ্জাম দ্বারা কেরোসীন তৈল, পেট্রোল, গ্যাস, হীরক, স্বর্ণ, নানা ধাতু ও খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিতেছে।

(৮) তাহার সহিত রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকিবে। (মেশকাত)।

শহরে, বন্দরে পাহাড়ে প্রান্তরে জলে, স্থলে, আকাশে ও শূন্যে যেখানে পাশ্চাত্য জাতি বিচরণ করে, তাহাদের সহিত পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় থাকে।

(৯) আপন শক্তির প্রকাশ করিতে সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবে এবং পুনঃ জীবিত করিবে। (বুখারী ও মুসলিম)।

পাশ্চাত্য দেশীয় ডক্তারী শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীগণের হৃৎপিণ্ডকে কাটিয়া বাহির করিয়া, রোগীর রক্তবাহী শিরাকে কৃত্রিম যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া, রোগীর আসল হৃৎপিণ্ডকে অপারেশন দ্বারা গ্লানী মুক্ত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিয়া তাহাকে পূর্ণজীবিত ও সুস্থ করিয়াছে। অপারেশন অবস্থায় রোগী সংজ্ঞাহারা মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিশেষজ্ঞগণ সদ্য-মৃত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ডরোগে আক্রান্ত অপর এক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের সহিত বদল করিয়া তাহাকে জীবিত করিতেছে!

১০। দাজ্জাল বহু দুর্বল বিশ্বাসীর ঈমান হরণ করিবে। (মেশকাত)।

খৃষ্টান পাদরীগণ দুর্বল মুসলমাদদের ঈমান হরণ করিয়াছে। গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক পাকভারত উপমহাদেশেই ১৩ লক্ষ মুসলমান খ্রীষ্টান পাদরীদের প্রচারে ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া খ্রীষ্টান হইয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে বহু আলেমও ছিলেন। এই নকল আলেমের মধ্যে আবার অনেকে পাদরী পদ গ্রহণ করেন।

১১। দাজ্জাল কাবার চারিদিকে তওয়াফ করিবে। (বুখারী)।

হাদিসে বর্ণিত আছে, দাজ্জাল মক্কা এবং মদিনা ব্যতিত পৃথিবীর সর্বত্র পৌছিবে। (মুসলিম)।

সুতরাং দাজ্জাল কি ভাবে কাবার তওয়াফ করিবে? অতএব এই হাদিস সোজা শাব্দিক অর্থে পূর্ণ হইতে পারে না। পবিত্র কুরআন, নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনী ও শিক্ষা কাবার প্রতীক। এই গুলি প্রত্যেকেরই জন্য সহজ লভ্য। সুতরাং এই হাদিসের অর্থ হইবে যে খ্রীষ্টানগণ এগুলি পাঠ করিবে। অবশ্য ইহা তাহারা কোন সৎ উদ্দেশ্যে করিবে না। চোরও গৃহস্থের গৃহের চতুর্দিকে ঘুরে এবং পাহারাদারও ঘুরে। কিন্তু চোর গৃহস্থের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এবং পাহারাদার তাহাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঘুরে। খ্রীষ্টানগণ বর্তমান যুগে উলেমা অপেক্ষা ইসলামের অধিক গবেষনা করিয়াছে এবং ইংরাজী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করিয়াছে এবং ইসলাম সম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিয়াছে। কিন্তু তাহাদের গবেষণা বিকৃত গবেষণা এবং ইসলামের স্বার্থ বিরোধী। তাহাদিগের সকল গবেষণা ও প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামের ধ্বংস সাধন। হাদিসে আছে যে সেই সময় প্রতিশ্রুত মসিহও কাবার চারিদিকে তওয়াফ করিবেন। (বুখারী)। কিন্তু আর এক হাদিসে আছে যে, তাঁহার সময়ে হজ বন্ধ থাকিবে। ইহার অর্থ এই যে তিনি প্রতিবন্ধকতার জন্য হজ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার কাবার তওয়াফ করার অর্থ ইসলামের স্বপক্ষে এবং খ্রীষ্টানগণের বিপক্ষে ধর্মীয় খেদমত করা। বস্তুতঃ হযরত মসিহ, মওউদ (আঃ) এই কার্যই করিয়াছেন। তাহার প্রচেষ্টার ফলে ইসলামের শিক্ষার সম্মুখে আজ খ্রীষ্টীয় মতবাদ অচল।

১২। দাজ্জাল মক্কা ও মদিনা ছাড়া সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িবে। (মুসলিম)।

খ্রীষ্টানগণ মক্কা ও মদিনা ছাড়া আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ ঘটনা এরূপ সুস্পষ্ট যে ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যতেও ইন-

শাল্লাহ্‌ তাহারা মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। সময় এ সত্যকে প্রকাশ করিয়া দেখাইবে।

১৩। প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ যখন দাজ্জালের দিকে তাকাইবেন, তখন লবণ যেমন পানির মধ্যে গলিয়া যায়, সে তেমনি ভাবে গলিয়া যাইবে। (মুসলিম)।

এই বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দাজ্জাল তরবারী বা কোন যন্ত্রের দ্বারা পরাভূত হইবে না। বরং পবিত্র কুরআনের আয়াত অনুযায়ী ليهلك من هلك عن بينة অর্থাৎ যাহারা যুক্তির দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে, তাহারাই প্রকৃত "ধ্বংস প্রাপ্ত"।

(সুরা আনফাল ৫ম রুকু)।

যাহারা যুক্তির দ্বারা ধ্বংস হয়, তাহাদের ধ্বংসই লবণে গলিয়া ধ্বংস হওয়ার অনুরূপ। হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর যুক্তির আলোকে খ্রীষ্টিয় মতবাদ অনুরূপ ভাবেই ধ্বংস হইয়াছে। কোন খ্রীষ্টান একজন আহ্‌মদীর সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনায় আসিতে সাহস রাখে না। কোন আহ্‌মদীকে দেখিলেই সে পানির নিকট লবণের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

১৪। হযরত রসুল করীম (সাঃ) হস্ত দ্বারা পূর্বদিকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইয়াছেন যে, দাজ্জাল পূর্বদিক হইতে প্রকাশিত হইবে। (মুসলিম ও বুখারী)।

আরব দেশের পূর্বে অবস্থিত ভারতে খ্রীষ্টানদিগের রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পর হইতে তাহাদের ইসলাম বিদ্বেষী তৎপরতা এবং পার্থিব উন্নতি দ্রুতগতিতে প্রকাশিত হয় এবং পরিণামে তাহারা সারা দুনিয়ায় আধিপাত্য বিস্তার করে।

১৫। তাহারা নগর এবং নাগরিকদের মধ্যে বহু বিপ্লবের সৃষ্টি করিবে। (মিরকাত, শারহে মিশকাত)।

নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর সর্বত্র পাশ্চাত্য জাতির সমাজ, ধর্ম ও জাতি বিধ্বংসী কর্মতৎপরতা আজ এরূপ সু-প্রকাশিত যে উহার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই।

১৬। দাজ্জাল মরা জীব এবং মানুষের ছবি জীবন্ত আকারে দেখাইবে। (মুসলিম)।

খ্রীষ্টান জাতির দ্বারা আবিষ্কৃত সিনেমার সবাক চলৎমান ছবি এই লক্ষণকে পূর্ণ করিয়াছে।

১৭। সত্তর হাজার টুপিধারী ইহুদী দাজ্জালের অনুগমন করিবে। (মুসলিম)।

যদিও খ্রীষ্টান ও ইহুদীর সম্বন্ধ সাপ ও নকুলের, তথাপি খ্রীষ্টান জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইহুদী জাতি আজ শক্তভাবে জড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। খ্রীষ্টান-দিগের সাহায্যে ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে যখন তাহা-দিগের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাহারা সংখ্যায় সত্তর হাজার ছিল।

১৮। দাজ্জাল চল্লিশ বৎসরের কাজ এক বছরে এক বছরের কাজ এক মাসে, এক মাসের কাজ এক সপ্তাহে, এক সপ্তাহের কাজ একদিনে, একদিনের কাজ এক ঘণ্টায় এবং এবং এক ঘণ্টার কাজ মুহূর্তে সাধন করিবে।

(মুসলিম, তিরমিযী এবং শারহে সুন্নত)।

নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে খ্রীষ্টানজাতি সময় সাপেক্ষ কাজকে এবং দূরের ভ্রমনকে অল্প হইতে অল্পতর সময়ে সমাধা করিয়া এ লক্ষণকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

১৯। দাজ্জালের মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা করিয়া দেখানোর সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদা বানাইয়া জাল খ্রীষ্ট ধর্মকে সত্যের রূপ দিয়া খ্রীষ্টানগণ আজ জগতের অধিকাংশ লোককে ভ্রান্ত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারা আজ সোনা, রূপা, হীরক, মুক্তা ইত্যাদির যে সব নকল বাহির করিয়াছে, তাহা চমকপ্রদ এবং তাহাদের প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের নকলের চাকচিক্য

মানুষকে এমন আকৃষ্ট করে যে, খাঁটি ফেলিয়া লোকে মেকিকে সাদরে গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া তাহাদের আচার ব্যবহার এবং চালচলনেও এই ভোজ বাজীর খেলা চরম আকারে চলিয়াছে। খোদা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন বস্তুর মধ্যে তাহারা মিথ্যারূপী কাল প্রলেপ মাখাইতে ছাড়ে নাই। হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাহারা একবার দোযখে ফেলিয়াছে, আবার তাহাকে খোদা বানাইয়াছে, হযরত রসুল করিম (সাঃ) এবং ইসলামকে তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে এবং জাল খ্রীষ্ট ধর্মকে সত্য, দোযখকে তাহার বেহেস্ত বানাইয়াছে এবং বেহেস্তকে দোযখ, সোনাকে তাহারা রাং বানাইয়াছে এবং রাংকে সোনা। অন্তরের বিদ্বেষকে তাহারা প্রেমের পুষ্পাহারের রূপে পেশ করিয়াছে। যাহার চোখ আছে এ জাতিকে তাহাদের চিনিতে ভুল হইবে না।

২০। দাজ্জালের এক গাধা থাকিবে। (বাইহাকী)।

গাধা বারবাহী বাহন। গাধা বোকা হইয়া থাকে। হাদিসে গাধার বর্ণনা নিম্নরূপ। বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, ইহা কোন প্রাণ-বিশিষ্ট গাধা নহে। বরং অন্য প্রকারের যান বাহন বর্তমান যুগে যন্ত্র চালিত বিভিন্ন প্রকারের যান বাহন নিম্নে হাদিসের বর্ণিত লক্ষণগুলিকে পূর্ণ করিয়াছে।

দাজ্জালের গাধা

১। তাহার দুই কানের ব্যবধান ৭০ গজ হইবে। (বাইহাকী)।

আরবী ভাষায় ৭০ সংখ্যা সত্তর ছাড়া অনেককেও বুঝায়। কর্ণদ্বয় সম্মুখের দুই সীমার দৈর্ঘ নির্দেশক। তদনুযায়ী কর্ণ বলিতে কোন বাহনের দৈর্ঘকে বুঝাইবে। রেলওয়ে ট্রেন, জল জাহাজ এবং উড়োজাহাজের দৈর্ঘ যথেষ্ট লম্বা এবং ৭০ গজও হইয়া থাকে। রেলওয়ে ট্রেনে ইঞ্জিনে অবস্থিত ড্রাইভার ও সর্ব পিছনে গার্ড পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া ট্রেনের দুই কর্ণের কাজ করিয়া থাকে।

২। তাহার কপালে চাঁদ থাকিবে।

রাত্রি বেলায় রেল ইঞ্জিন, জল-জাহাজ উড়ো-জাহাজ ইত্যাদি যন্ত্রচালিত যান বাহনগুলি কপালে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বিজলী বাতি লইয়া অতি উজ্জ্বল আলো দিতে দিতে গন্তব্য পথে চলিয়া যায়।

৩। তাহার মাথায় ধুঁয়ার পাহাড় হইবে।

রেল ইঞ্জিন ও জাহাজের চিমনী দিয়া যে ধুঁয়া নির্গত হয়, উহা এই লক্ষণকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছে।

৪। গাধা সকাল সন্ধ্যা চলিতে থাকিবে। সে যখন লোকজনকে ভ্রমনের জন্য ডাক দিবে, তখন কয়েক মাইল দূর হইতে তাহার ডাক শুনা যাইবে॥

দূরবর্তী লক্ষ্যস্থল-গামী ট্রেন ও জাহাজগুলি কেন্দ্রীয় শহর সমূহ হইতে সকাল ও সন্ধ্যায় যাত্রী লইয়া রওয়ানা হয়। কোন স্থানে পৌঁছিবার এবং তথা হইতে ছাড়িবার পূর্বে এমন জোরে সিটি দেয় যে, উহা কয়েক মাইল দূর হইতে শোনা যায়।

৫। প্রবল ঝড়ের মুখে মেঘ যেমন উড়িয়া যায়, দাজ্জালের গতি তদ্রূপ দ্রুত হইবে। ৬ মাইল দূরে সে পা রাখিবে। (মুসলিম, তিরমিযী)।

এই হাদিসে দাজ্জালের গতি বলিতে তাহার বাহনের গতিকেই বুঝাইতেছে। ট্রেন বা জাহাজ যখন চলে, তখন উহারা ঝোড়ো মেঘের বেগেই চলিয়া থাকে। উহাদের থামিবার ষ্টেশনগুলি ৫।৬ মাইল দূরে দূরে হইয়া থাকে। হযরত মসিহ মাওউদ, (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় ট্রেন এবং জাহাজের বিরতি দেশাভ্যন্তরে এইরূপই ছিল। এখন জেট সুপার সনিক, রকেট ইত্যাদির আবিষ্কারে চলার গতি আরও অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

৬। আগুন এবং পানি তাহার খোরাক হইবে।

যন্ত্র চালিত সকল যান বাহন আগুন এবং পানি বা জলবৎ পেট্রোল দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। সুতরাং আগুন এবং পানি তাহার খাদ্য স্বরূপ, যদ্দ্বারা প্রাণহীন বাহনগুলি ক্রিয়াশীল হয়।

৭। গাধার পেটের মধ্যে আলো এবং জানালা থাকিবে। উহার মধ্যে বহুলোক এক কালে প্রবেশ করিবে এবং বাহির হইয়া আসিবে।

প্রত্যেক ট্রেন, জাহাজ এবং যন্ত্রচালিত যান বাহনের মধ্যে বিজলী বাতি এবং বাতাস চলাচলের জন্য জানালা থাকে। যখন কোন ষ্টেশনে এই যান পৌঁছায়, তখন উহার মধ্যে বহু লোক আরোহণ করে এবং বহু যাত্রী যাত্রাশেষে বাহির হইয়া আসে। উহা আমরা নিত্য নৈমিত্তিক ষ্টেশনে, ষ্টেশনে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ইয়াজুজ ও মাজুজ

১। ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রত্যেক উচ্চাতা হইতে ছুটিয়া আসিবে। (মুসলিম)।

উড়োজাহাজ যোগে পাশ্চাত্য জাতি পৃথিবীর সর্বত্র দ্রুত গতিতে আকাশ হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া ফিরিতেছে।

২। ইয়াজুজ ও মাজুজের লম্বা কান হইবে।

কান দ্বারা আমরা কথা শুনিবার কাজ লইয়া থাকি। হাদিসে লম্বা কান বলিতে কানের বাহ্যিক দৈর্ঘকে বুঝায় নাই। পরন্তু দূরে শুনিবার ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি টেলিফোন, রেডিও, টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টিং ইত্যাদি যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া দূর দূরান্তরের কথা শ্রবণ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছে, উহাই তাহাদিগের লম্বা কান।

৩। তাহারা উপসাগরের জল শোষণ করিয়া শুখাইয়া ফেলিবে। (মুসলিম, তিরমিযী।)

পাশ্চাত্য জাতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে খাল খনন করিয়া বড় বড় নদীকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে।

৪। তাহারা যেখানে যাইবে, খুন ও ধ্বংসলীলা সাধন করিয়া যাইবে। (মুসলিম, তিরমীযী)।

পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা ও বিভিন্ন কাজে তাহাদের বর্তমান ক্রিয়াকলাপ এই হাদিসের সত্যতাকে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

৫। ইয়াজুজ ও মাজুজের সহিত কেহ যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা আপোসের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (মুসলিম তিরমীযী)।

পাশ্চাত্য জাতি সমর শক্তিতে আজ এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে, জগতের অপর সকল জাতি মিলিত ভাবে তাহাদের মোকাবেলা করিবার ক্ষমতা রাখে না। তাহাদের ধ্বংস তাহাদের আপোসের মধ্যে যুদ্ধের দ্বারা সংঘটিত হইবে। ইতিপূর্বে দুইটি মহাযুদ্ধ ইহার আংশিক নমুনা দেখাইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ তাহাদের শেষ পরিণাম দেখাইয়া দিবে। আহমদীয়া জামাতের বর্তমান নেতা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) গত ২১।৭।৬৭ তারিখে লণ্ডনের বুকে তাহাদিগকে ইসলামের দিকে ডাক দিয়া, সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, এই আহ্বানে তাহারা সাড়া না দিলে আগামী ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে তাহাদের ধ্বংসের প্রতিশ্রুত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে।

আশা করি পাঠকের নিকট এখন দাজ্জাল ও তাহার গাধা এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের প্রকাশকে এখন দিবালোকের ন্যায় দেখিতে পাইবেন। খ্রীষ্টানগণ ভ্রান্ত খ্রীষ্টিয় ধর্মের বহুল প্রচার ও পার্থিব সুযোগ সুবিধা দিয়া মুসলমানগনকে বিভ্রান্ত করিয়া ও অপর দিকে তাহাদের রাজ্য গ্রাস করিয়া ও তাহাদের মধ্যে বিভেদ ও ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি করিয়া

ইসলামকে ধ্বংস করিবার চরম চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের ধর্মীয় চেষ্টা আজ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার ফলে বিফল হইয়াছে।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদের রাজনৈতিক চেষ্টা আজও পূর্ণ মাত্রায় সচল রহিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্‌তালা তাহাদের সে চেষ্টাকেও পরিণামে বিফল করিয়া দিবেন। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার ফলে আজ খ্রীষ্টান পাদরী জগত আহমদীয়া জামাতের হাতে পর্যুদস্ত এবং তাহারা আজ ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্যের দিকে দিকে আজ দ্রুত তৌহীদের শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, একটির পর একটি করিয়া শত শত মসজিদ নির্মিত হইতেছে, পবিত্র কুরআনের বাণী ও ইসলামের শিক্ষা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত ও স্বীকৃত হইতেছে। খ্রীষ্ট ধর্মের শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অকেজো ও ইসলামের শিক্ষা কার্যোপযোগী সাব্যস্ত হইতেছে। পাশ্চাত্য জগত সার্বিকভাবে যদি এখনও ইসলামকে গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহারা পবিত্র কুরআন, হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এবং আহমদীয়া জামাতের বর্তমান নেতার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আপোসে ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ইসলামের জগতব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্য পথ খুলিয়া দিবে এবং জগতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা কামনা করি তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া ইসলামকে গ্রহণ করিয়া তাহারও সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ধন্য হউক এবং আমাদের আনন্দ-বর্ধন করুক। আল্লাহতায়ালা সে শুভ দিনকে নিকটবর্ত্তি করিয়া দিন। আমীন!

সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য, যিনি বিশ্বের রব।

★

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ্ মউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবন]

মোলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেইরূপ ১৯০৪ সনে মৌলবী করমুদ্দিন সাহেব, সাকিন ভীন কর্ত্তৃক আনিত হযরত আকদসের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমায় বাদী পক্ষের সাক্ষী-সরূপ মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব আদালতে হলফ পূর্ব্বক সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন—

"নবুওতের দাবীকারককে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে চায়, সে 'কায্যাব' (ঘোর মিথ্যাবাদী)। মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নবুওতের দাবী করেন।"

অন্য কথায় হযরত আকদাসের জীবনকালে জনাব মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং তাঁহার সাথের সকলেই হুযূরের জন্য সর্ব্বদা নবী শব্দই বলিতেন এবং লিখিতেন। এমনকি হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়াল মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেবের সময়েও হযরত আকদাসের ইহাই 'মনসব ও মকাম' (আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদা) জ্ঞান করিতেন। অবশ্য তাঁহার খেলাফতের শেষ কয়েক বৎসরে এই সকল ব্যক্তি কোন চিন্তা ভাবনা করিয়া ভিতরে ভিতরে এই বিষয়ে মতানৈক্য আরম্ভ করেন। কিন্তু হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়ালকে তাঁহারা ভয়ও করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বলে, এই প্রকার কোন প্রসঙ্গে যখন ইঁহাদের আকায়েদের বিষয় নিয়া জামাআতের মধ্যে নানারূপ প্রশ্নের সূচনা হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাদের কাগজ পয়গামুস সুলাহ্'তে ঘোষণা করিলেন :—

"মনে হয় কোন কোন বন্ধুকে কেহ কেহ এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী করিয়াছে যে, এই পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, বা তাঁহাদের মধ্যে কোন একজন সৈয়দনা হাদিয়ানা (আমাদের নেতা আমাদের পথ প্রদর্শক) হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব মসিহ্ মওউদ ও মাহ্দী মাহুদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালামের সুমহান আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে মূলস্থান হইতে নীচ বা হীন চক্ষে দেখিয়া থাকে। আমরা যে সকল আহ্মদী যে কোন প্রকারেরই 'পয়গামুস সোলাহ্' পত্রিকার সহিত সম্বন্ধ আছে, খোদাতায়ালাকে, যিনি হৃদয়ের অবস্থা সম্যক জ্ঞাত আছেন—হাজের ও নাজের (উপস্থিত ও পর্য্যবেক্ষক) জ্ঞান করতঃ প্রকাশ্যে ঘোষণা পূর্ব্বক বলিতেছি যে, আমাদের সম্বন্ধে এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার প্রচার শুধু অপবাদ মাত্র। আমরা হযরত মসিহ্ মওউদ ও মাহ্দী মাহুদকে এই যামানার নবী, রসুল ও মুক্তিদাতা মান্য করি এবং যে স্থান ও মর্যাদা হযরত মসিহ্ মওউদ তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হ্রাস বা বৃদ্ধি করা ঈমান নষ্ট হওয়ার হেতু জ্ঞান করি। আমাদের ঈমান এই যে, বিশ্বের 'নাজাত' হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এবং তাঁহার গোলাম হযরত মসিহ্ মওউদের উপরে ঈমান না আনিলে সম্ভবপর নয়। অতঃপর, তাঁহার বরহক্ খলিফা সৈয়দনা, মুরশেদানা ও মাওলানা হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব খলি-

ফাতুল মসীহ্ আওয়ালকে সাচ্চা পথ প্রদর্শক ও নেতা জ্ঞান করি। এই ঘোষণার পর যদি কেহ আমাদের সম্বন্ধে কুধারণার প্রচারনা হইতে নিরস্ত না হয়, তবে আমরা আমাদের বিষয় খোদার উপর ন্যাস্ত করিতেছি।" ১

এই তো এই সকল ব্যক্তির আকায়েদ হযরত আকদাস এবং হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব খলিফাতুল মসিহ্ আওয়ালের সময়ে ছিল। কিন্তু জমাত হইতে পৃথক হওয়ার পর জনাব মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব ঘোষণা করিলেন :

"আমি মীর্যা সাহেবকে নবী নির্দ্ধারণ করা শুধু ইসলামের মূলোৎপাটনই মনে করি না, বরং আমার মতে স্বয়ং মীর্যা সাহেবের উপরেও ইহার দ্বারা বিপরীত ক্রিয়া হয়"। ২

আরো লিখিয়াছেন :

"উম্মতের মধ্যে থাকিয়াও নবুওয়তের দাবী করা 'কাযযাবের' কাজ।" ৩

এই সকল উদ্ধৃতির অপরিহার্য্য ফল সুস্পষ্ট।

পাঠক-পাঠিকাগণ এখন নবুওতের মসলা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। অতঃপর আমরা 'এক গলতি কা ইযালা' "(একটি ভ্রম সংশোধন)" শীর্ষক পুস্তিকার প্রণয়ণের কারণ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতেছি। উপরে আমরা বলিয়াছি যে, হযরত আকদাস এক বেশ সময় পর্য্যন্ত নবীর প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী তাঁহার পদবী 'নবী'-এর স্থলে 'মুহাদ্দাস' বর্ণনা করিতেন। ইহা ১৯০০ সনের পূর্ব্বেকার কথা। ১৯০১ সনে হুযুরের নিকট এ বিষয়টি উত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল যে, নবুওতের যে প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে তিনি তাঁহার নবুওত অস্বীকার করিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল ও ইসলামের প্রতিকূল ছিল। এই জন্য তিনি তাঁহার বন্ধুগণের সম্মুখে ইহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। হযরত মৌলভী আবদুল করিম সাহেবের ঐ সময়কার জুমার খুৎবা সমূহ পাঠ করিলে একথার উত্তম সমর্থন পাওয়া যায় যে, হযরত মৌলবী সাহেব হযরত আকদাসকে নবী ও রসুল হিসাবেই উপস্থিত করিতেন। যখন হযরত আকদাসের নিকট তাঁহার 'মনসব ও মকাম' (তাঁহার পদবী ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা) সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল, তখন এক জন অনভিজ্ঞ আহমদীর নিকট অযতসরে কোন বিরুদ্ধবাদী আপত্তি উত্থাপন করিলেন, "আপনারা যাঁহার 'বয়াত' করিয়াছেন, তিনি 'নবী ও রসুল' হওয়ার দাবী করেন।" ইহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি 'শুধু অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। অথচ এই উত্তর ঠিক হয় নাই। হযরত আকদাস ঐ আহ্মদীর প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে বলেন :

"আমার দাবী ও দলীল সমকা না জানার কারণে আমার জামাআতের কোন, কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধবাদিগণের আপত্তি শুনিয়া কোন, কোন ক্ষেত্রে যে উত্তর দেন, তাহা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ খেলাফ। ইহারা মনোযোগের সহিত আমার পুস্তকাদি পড়িবার সুযোগ লাভ করেন নাই, বা যথোপযুক্ত সময় আমার নিকটেও বাস করেন নাই। এইজন্য ইহাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ফলে সত্যপথে থাকিয়াও ইহাদের লজ্জা পাইতে হয়। কয়েক দিন হইল, এইরূপ একজনের নিকট এক বিরুদ্ধবাদী আপত্তি উপস্থিত করিল, 'আপনি যাঁহার নিকট বয়াত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নবী ও রসুল হওয়ার দাবী করেন। ইহার উত্তর শুধু অস্বীকৃতি প্রকাশক কথায় দেওয়া হইল। এইরূপ উত্তর সঠিক নহে।"

এই উদ্ধৃতি হইতে জানা যায় যে, আলোচ পুস্তিকার প্রারম্ভেই যে বিষয়টিকে হুযুর আলাইহেস্

(১) 'পয়গামুস-সোলাহ, ১৬ইং অক্টোবর, ১৯১৩ সন।
(২) 'পয়গামুস-সোলাহ, ১৬ই এপ্রিল, ১৯১৫ সন।
(৩) 'আন্-নবুওন-ফিল-ইসলাম,' ১১৫ পৃঃ।

সালাম সত্যের সম্পূর্ণ খেলাপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন এবং উহার ক্ষতি ও অনিষ্টকারিতা হইতে জামাআতকে নিরাপদ করিবার জন্য একটি বিশেষ পুস্তিকার প্রকাশ করা জরুরী বিবেচনা করিলেন, সেই বিষয়টি ছিল একজন অনভিজ্ঞ আহ্‌মদীর এক বিরুদ্ধবাদী প্রশ্নকারীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে একথা বলা যে, হযরত আকদস নবুওত ও রেসালতের দাবী করেন নাই।

হুজুরের ইহা লিখিবার পর মুসলমানগণের প্রসিদ্ধ আকিদাকে ভিত্তি করিয়া যথার্থভাবে এই প্রশ্নের উদ্ভব হইত যে, খাতামুন্-নাবীয়ীনের পর নবী কেমন? হযরত আকদস স্বয়ং এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। হুযুর বলেন:

"সুতরাং, যদি ইহা বলা হয় যে, আঁ-হযরত (আঃ) তো খাতামান্-নাবীয়ীন, তাঁহার পরে আবার নূতন নবী কিরূপে আসিতে পারেন, তবে ইহার ইহাই উত্তর যে, কোন সন্দেহ নাই, নূতন বা পুরাতন কোন নবী সেই প্রকারে উপস্থিত হইতে পারেন না, যে প্রকারে তাঁহারা হযরত ঈসা আলাইস্ সালামকে শেষ যুগে অবতারণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে নবীও মান্য করেন। এমন কি, চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি নবুওতের ওহি জারি হওয়া এবং তাঁহার এই দ্বিতীয় নবুওয়াত কাল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের নবুওয়াত কাল অপেক্ষাও দীর্ঘতর হওয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম মত। কোন সন্দেহ নাই, এই প্রকার বিশ্বাস তো পাপ এবং কুরআনের আয়াত:

ولكن رسول الله وخاتم النبيين

('কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল ও খাতামুন-নবীয়ীন') এবং لا نبي بعدي ('আমার পরে নবী নাই') —হাদিস এই ধর্ম্ম মতের প্রকাশ্য বাতুলতার পুরাপুরি সাক্ষ্য দেয়। আমরা এই প্রকার ধর্ম বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা এই আয়েতের উপর সাচ্চা ও কামেল ঈমান রাখি যে, খোদাতালা বলিয়াছেন:

ولكن رسول الله وخاتم النبيين

('কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল ও খাতামুন্-নবীয়ীন')। এই আয়েতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যাহা আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণ অবগত নহেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, খোদাতা'লা এই আয়েতে বলিতেছেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের দরজা কেয়ামত পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়াছে এবং ইহা সম্ভবপর নহে যে, এখন কোন হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান, বা কোন গতানুগতিক নামধারী মুসলমান নিজেকে নবী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে। নবুওতের সকল পথ রুদ্ধকরা হইয়াছে, কিন্তু একটি পথ 'সিদ্দীকী সিরতের' খোলা আছে। অর্থাৎ, 'ফানা-ফির-রসুল, (রসুলের মধ্যে বিলীন) হওয়ার পথ। সুতরাং, যে ব্যক্তি এই পথে খোদার নিকট বর্তী হয়, তাঁহাকে 'জিল্লি ভাবে' (প্রতিবিম্বাকারে) নবুওতের সেই বসনে ভূষিত করা হয়— যাহা হইতেছে মুহাম্মদীয় নবুওতের বসন। এইজন্য তাহার নবী হওয়া ভিন্নতা প্রতিপাদন করে না। কারণ; সে নিজ সত্ত্বা হইতে নয়, তাঁহার নবীর প্রস্রবন হইতে গ্রহণ করে।

সুতরাং,

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

আয়াতটির অর্থ হইবে এইরূপ।

ليس محمد ابا احد من رجال الدنيا ولكن هو اب لرجال الاخرة لانه خاتم النبيين ولا سبيل الى فيوض الله من غير توسط -

আর্থাৎ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামে এ সংসারের কোন পুরুষেরর পিতা নহেন। তিনি

পারত্রিক জীবন প্রার্থীদের পিতা এবং তিনি খাতামুন-নাবীয়ীন। তাঁহার সূত্র ব্যতীত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাওয়ার আর কোন পথ নাই) ....

সুতরাং খাতামুন-নাবীয়ীনের অর্থের কোনই বিচ্যুতি ঘটিল না কিন্তু ঈসা অবতীর্ণ হইলে বিচ্যুতি ঘটিবে।' —"তারপর, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নবীর আভিধানিক অর্থ হইল, খোদার তরফ হইতে জানিয়া যিনি গায়েবের (অজ্ঞেয়) সংবাদ জানান। সুতরাং, যেখানে এই অর্থ সত্য হইবে, 'নবী' শব্দও সেখানে সত্য হইবে,- নবীর পক্ষে রসুল হওয়া শর্ত্ত রহিয়াছে, তিনি রসুল না হইলে সচ্ছ গয়েবের সংবাদ পাইতে পারেন না। ইহাকে রোধ করে এই আয়েত :

فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول -

(তিনি যাহাকে রসুল রূপে মনোনীত করেন সেই ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেও তাঁহার গোপন বিষয় সমূহের উপর প্রাধান্য দেন না।') এখন যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লহু আলাইহে ও সাল্লামের পর এই অর্থে নবী আগমন অস্বীকার করা হয়, তবে ইহাতে এইরূপ বিশ্বাস করাই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে যে, এই উম্মত ঐশী বাক্যালাপ (মুকালামা মুখাতাবা) হইতে বঞ্চিত। যাঁহার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে গায়েবের সংবাদ প্রকাশিত হইবে, নিশ্চয়ই তাঁহার উপর فلا يظهر على غيبه

আয়েত অনুযায়ী নবী শব্দের মর্ম প্রযুক্ত হইবে। এইরূপে, যাঁহাকে খোদতা'য়ালার তরফ হইতে পাঠান হইবে, তাঁহাকে আমারা রসুল বলিব। প্রভেদ এই যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম-এর পর কিয়ামত পর্য্যন্ত এমন কোন নবী নাই, যাহার উপর নূতন শরীয়ত নাযেল হইবে বা যাহাকে তাঁহার সূত্র ও মাধ্যম ছাড়া এবং এমন ফানা ফির রসুল (রসুলের মধ্যে বিলীন) হওয়া ছাড়া যে, আকাশে তাঁহার নাম মুহাম্মদ ও আহমদ রাখা হয়"।

('এক গলতি-কা-ইযালা)

এখন দেখুন, এই সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটির কোথাও সঙ্কেত স্বরূপে বা প্রচ্ছন্ন ভাবে 'মুহাদ্দেসিয়াতের কথা বর্ণিত হয় নাই। অথচ হযরত আকদাসের দাবী মুহাদ্দাসিয়াতের হইয়া থাকিলে এখানে মুহাদ্দাসিয়াতের বিষয় আলোচিত হইত। নবুওত নিয়া আলোচনা করা হইত না। কিন্তু উপরের উদ্ধৃটিতে নবুওতের বিষয় নিয়া গবেষণা হইয়াছে, মুহাদাসিয়াতের কথা একটুও বলা হয় নাই। যদি হুযুরের দাবী মুহাদ্দাসিয়তের হইত, তবে উপরের উদ্ধৃটিতে যে প্রশ্ন নিয়া হুযুর গবেষণা করেন, সেই প্রশ্নই উঠিত না। অথচ হুযুর এই প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক ইহার উত্তর দিয়াছেন। যদি ধরিয়াও নেয়া হয় যে, এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হইতে পারিত, তবে তাহার সোজা উত্তর ছিল, নবী আসা খাতামুন-নাবীবীন আয়াতের বিরোধী, মুহাদ্দাসের আসার বিরোধী নহে এবং হুযুর মুহাদ্দাসিয়াতের দাবীকরেন, নবুওতের দাবী করেন না। কিন্তু হুযুর এই উত্তর দেন নাই, কারণ হুযুরের দাবী নবুওতের ছিল, তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদার নাম নবুওত রাখেন, মুহাদ্দাসিয়াত নয়।

অতঃপর, হুযুর বলেন, "যদি খোদা-তায়ালা হইতে ভবিষ্যতের সংবাদ প্রাপকের নাম 'নবী' না হইয়া থাকে তবে বল কোন নামে তাঁহাকে আখ্যায়িত করা হইবে? যদি বল যে মুহাদ্দাস নামে অভিহিত হইবে, তবে আমি বলি যে 'তহ্‌দিসের' অর্থ কোন অভিধানেই গায়েবের সংবাদ নহে।" ('এক গলতি-কা-ইইযালা)

হুযুরের এই লিখার দ্বারা মুহাদ্দাসিয়াতের এমন সুন্দর মীমাংসা হইয়াছে যে হুযুরের প্রতি মুহদ্দসিয়াতের দাবী যাহারা আরোপ করেন, তাঁহাদের বলিবার আর কিছুই থাকে না। হুযুরের নবুওত ও রেসালতের দাবী স্বীকার করিবার পর যাঁহারা

অস্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট আরো কয়েকটি কথার মধ্যে প্রধান কথা মাত্র দুইটি ছিল। এক, প্রত্যেক নবীই শরীয়ত আনয়ন করেন। নবীর জন্য শরীয়ত আনা অপরিহার্য্য। দ্বিতীয়, যিনি শরিয়ত আনায়ন করেন না, তিনি মুহাদ্দাস হইতে পারেন, নবী হইতে পারেন না। এই উভয় কথারই খণ্ডন 'এক গলতি-কা-ইযালা' পুস্তিকার প্রথম হইতে বিদ্যমান। হযরত আকদাস বলেন ঃ—

"আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম-এর পর কিয়ামত পর্য্যন্ত এমন কোন নবী আসিতে পারেন না, যাঁহার উপর নূতন শরীয়ত নাযেল হইবে।"

এই বাক্য ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহেওসাল্লাম-এর পর হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস্‌সালাতু ওয়াস-সালামের মতে নবী তো আসিতে পারেন (এবং এখানে প্রসঙ্গতঃ 'নবী' শব্দ দ্বারা হুযূরকেই বুঝায়), কিন্তু এমন নবী কিয়ামত পর্যন্ত আসিতে পারেন না, যাঁহার উপর নূতন শরীয়ত নাযেল হইবে। হুযুর আরো বলেন ঃ

"নবীর জন্য শরীয়ত দাতা হওয়া সর্ত নয়।"

হযরত আকদসের এই সকল স্পষ্ট ও খোলাখোলি লেখাগুলির পর একথা বলা যে, 'এক গলতি কা-ইযালা' লিখার সময় হুযূরের উদ্দেশ্য 'নবী ও রসুল' বলিতে মুহাদ্দাসই ছিল এবং হুযুর নিজেকে 'নবী ও রসুল' নহে, মুহাদ্দাসই জ্ঞান করিতেন ইহা অমূলক ও বৃথা। ভাষা বক্তার মতের বিরুদ্ধে হইতে পারে না।

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে আমরা দেখিয়াছি যে, হযরত আকদাস তাঁহার নবুওত ও রেসালত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার নাম 'মুহাদ্দাস ' ঠিক নয়— তাঁহার নাম নবী ও রসুল। নিম্নে আমরা একটি উদ্ধৃতি দিতেছি। হুযুর পূর্বে নবুওত ও রেসালতের দাবী কেন অস্বীকার করিতেন এবং পরে কেন স্বীকার করেন এই উদ্ধৃতি দ্বারা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। হুযুর বলেনঃ

"যে যে স্থানে আমি নবুওত ও রেসালত অস্বীকার করিয়াছি, শুধু এই অর্থেই করিয়াছি যে, আমি স্বাধীন ও সতন্ত্র হিসাবে কোন শরীয়ত নিয়া আসি নাই এবং আমি স্বাধীন ও সতন্ত্র ভাবে নবী নই। কিন্তু আমি আমার অনুসরণীয় রসুল হইতে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হইয়া ও কল্যাণ সমূহ গ্রহণ করিয়া এবং আমার জন্য তাঁহার নাম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সূত্রে খোদার তরফ হইতে গায়েবের জ্ঞান লাভ করিয়াছি—এই সকল অর্থে আমি নবী ও রসুল, কিন্তু কোন নূতন শরীয়ত ছাড়া। এই প্রকার নবী বলিয়া অভিহিত হওয়া আমি কখনো অস্বীকার করি নাই, বরং এই সকল অর্থে খোদা আমাকে নবী ও রসুল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং আমি এই সকল অর্থে নবী ও রসুল হওয়া অস্বীকার করি না এবং আমার এই যে উক্তি ঃ—

من نیستم رسول ونیاورده ام کتاب

ইহার অর্থ শুধু এই যে, আমি শরীয়ত বাহক নহি। অবশ্য একথা নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিতে হইবে এবং কখনো ভুলা উচিত নয় যে, আমি নবী ও রসুল শব্দ দ্বারা অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও, খোদার তরফ হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, এই সমুদয় অনুগ্রহ সোজাসুজি আমার প্রতি হয় নাই, বরং আকাশে একজন পবিত্র পুরুষ আছেন, যাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ সমূহ আমি লাভ করিয়াছি। অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম।" 'এক গলতি কা-ইযালা'।

এই উদ্ধৃতি হইতে পরিষ্কার ভাবে ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা স্বরূপে জানা যায় যে, হযরত আকদসের নিকট তাঁহার পদ গায়ের তশারিয়ীও জিল্লি নবুওতের

ছিল। ইহা ছাড়া এবং ইহা হইতে হীন কোন পদ কখনো ছিল না। হুযুর যে নবুওত প্রাপ্ত হন, তাহা নবুয়ত ছাড়া অন্য কিছু কখনো নয়। ইহা শরীয়ত বাহী ও স্বাধীন নবুয়ত নিশ্চয়ই না কিন্তু শরীয়ত বিহীন, প্রতিবিম্বাকার নবুয়ত সুনিশ্চিত। ইহার নাম নবুয়ত ব্যতীত অন্য কিছু রাখা যায় না। এই নবুয়ত' হুযুর তাঁহার কর্তা ও অনুসরণীয় নবী সৈয়দানা হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম-এর মাধ্যমে এবং কল্যাণে লাভ করেন। সঠিক ভাবে তাঁহার নবুওত ও রেসালত বোধগম্য করিবার প্রতি হযরত আকদসের এতই দৃষ্টি ছিল যে, যে কথার দ্বারা ইহার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহা উত্তম-রূপে পরিষ্কার করিতেন। দৃষ্টান্তস্থলে, "মন নিস্তাম রাসুল ও নায়াওয়ারদাম কেতাব" (আমি রাসুল নই এবং কেতাব আনি নাই') কবিতাংশের ব্যাখ্যা ইহা সুপ্রকাশিত হয়। এই কাব্য পন্থাংশের দ্বারা এই সন্দেহ জন্মিতে পারিত বা জন্মান যাইত যে, হুযুর রসুল হওয়া অস্বীকার করেন, অথচ 'রসুল' হওয়ার কখনো অস্বীকার করেন নাই। অস্বীকার করা হইয়াছিল শরীয়ত আনা সম্বন্ধে মাত্র। সুতরাং "ইহার (অর্থাৎ, উল্লেখিত কবিতা পন্থাংশের) অর্থ শুধু এই পর্য্যন্ত যে, আমি শরীয়ত-দাতা নই" বলিয়া হুযুর প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং প্রকাশ-দিবলোকের ন্যায় একথা পরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছে যে হুযুর তো রসুল ছিলেন, কিন্তু শরীয়ত আনয়ন-কারী রসুল নহেন।

বস্তুতঃ 'এক গলতি কা-ইযালাই সেই প্রথম বিবৃতি, যাহাতে হযরত আকদস তাঁহার নবুওতের মকাম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দান করিতেছেন। অতঃপর, প্রত্যেক কেতাবেই নিজেকে নবী ও রসুল স্বরূপেই উপস্থিত করিয়াছেন, মুহাদ্দাস স্বরূপ কোথাও উপস্থিত করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

★

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা বন্ধুগনকে জানান যাইতেছে যে, প্রাদেশিক আঞ্জুমান হইতে চলতি সনের জন্য 'ফজলে ওমর ক্যালেণ্ডার" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সামসি হিজরি, কমরি হিজরী, খ্রীষ্টাব্দ এবং বাংলা চারি সনের মাস ও তারিখ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সুন্দর কাগজ ও অক্ষরে ছাপান হইয়াছে এবং দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখার উপযোগী করা হইয়াছে।

প্রত্যেকটির মূল্য ৫০ পয়সা ধার্য করা হইয়াছে। ডাক মাশুল পৃথক। অল্প সংখ্যক ছাপা হইয়াছে। যাঁহারা সংগ্রহ করিতে চান, তাঁহারা তৎপর হউন।

সেক্রেটারী, প্রাদেশিক আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।

দুর্গারামপুরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক জলসার সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী

বিগত ৪ ও ৫ জানুয়ারী রোজ শনি ও রবিবার দুর্গারামপুর আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার ৫ম বাৎসরিক জলসা খোদার ফজলে সাফল্যজনক ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মৌলভী গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব এডভোকেট। পবিত্র কোরান তেলাওয়াত, উর্দ্দু ও বাংলা নজম পাঠ এবং জলসা কমিটির চেয়্যারমেনের পক্ষ হইতে উদ্বোধনী ভাষণের পর রসুল করীম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সদর মুরব্বী জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব। অতঃপর সাদাকাতে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এবং ওফাতে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সদর মুরব্বী জনাব সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব ও জনাব মৌলবী সলিমুল্লাহ্ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম। দ্বিতীয়দিন প্রথম অধিবেশনে সভাপতির কর্তব্য পালন করেন জনাব মোঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, এবং বক্তৃতা করেন জনাব মৌলবী মোঃ ছলিমুল্লাহ্ সাহেব এবং জনাব মৌলবী নুরুল আলম সাহেব এবং আরও অনেক। দ্বিতীয় এবং শেষ অধিবেশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব মোঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব। তেলাওয়াত কোরআন এবং নজম পাঠের পর জামাতে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং সাদাকাতে মসিহ্ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে যথক্রমে মোঃ সৈয়দ এজাজ আহ্‌মদ সাহেব এবং জনাব গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি সাহেব বিদায় ভাষণ দান করেন। অতঃপর সম্মিলিত দোয়ার পর এই দুই দিন ব্যাপী বরকতপূর্ণ সভা শেষ হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য জামাত হইতে আগত মেহ্‌মান ছাড়া এতদঅঞ্চলের বহু সংখ্যক গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতাগণও আগ্রহের সহিত যোগদান করেন।

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

★

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জমাতের সকল বন্ধুদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, প্রাদেশিক সালানা জলসা যাহা ঢাকায় ১৪, ১৫, ১৬ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তাহা অনিদিষ্ট কালের জন্য মুলতবী করা যাইতেছে। পরবর্তী তারিখ পরে ঘোষণা করা হইবে।

দেশের বর্ত্তমান সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমাদের গুরু দায়িত্ব।

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত

জুমার খোৎবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

রাবওয়াহ্, ১লা ফেব্রুয়ারী, সাইয়্যেদানা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) গতকাল এখানে মসজিদে মোবারকে জুমার নামাজ পড়ান। জুমার খোৎবায় তিনি এ কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন যে, আহ্মদী জামাত একটি ধর্মীয় জামাত, রাজনীতির সহিত ইহার প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্পর্ক নাই।

এই জামাতের প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে খাঁটি মুসলমানদিগের এমন একটি দল যেন গড়িয়া উঠে যাহারা নিজের নাফ্স, বাসনা, কামনার উপরে এক প্রকার মৃত্যু আনায়ন করিয়া এবং খোদাতায়ালার প্রেমে মগ্ন ও বিলীন হইয়া কামেল দোয়ার মাধ্যমে যেন এক নব জীবন লাভ করে।

ইহার পর হুজুর দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাদের একটি গুরু দায়িত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। হুজুর বলেন যে, আল্লাহ্-তায়ালা আমাদিগকে কামেল দোয়ার দ্বারা তাঁহার প্রেমে মগ্ন ও বিলীন হইয়া তাঁহার সহিত একটি জীবন্ত এবং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার জন্য যেহেতু সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জন্য আমাদের পক্ষে ইহা বাধ্যকর যে, এই দিনগুলিতে আমরা যেন এই দোয়া করিতে থাকি যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের দেশ ও জাতিকে প্রত্যেক প্রকারের ফেৎনা, অশান্তি এবং অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর।

বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় সম্মুখীন হইয়াছি, উহার জন্য কোন রাজনৈতিক দলের ঘাড়ে জিম্মাদারী বর্তায় না, বরং মনে হয় যেন এসমস্ত অবস্থার সৃষ্টির পরিকল্পনা অন্যত্র কোথাও তৈরি করা হইয়াছে।

এহেন অবস্থায় আমাদের উপরে অবশ্য কর্ত্তব্য যে, আমরা যেন খোদাতায়ালার প্রেমে মগ্ন ও বিলীন হইয়া তাঁহার সৃষ্টির উৎকৃষ্টতম সেবায় নিয়োজিত থাকি। উহা হইল এই যে, আমরা যেন আমাদের ভ্রাতা-গনের জন্য দোয়া করি এবং এত বেশী পরিমানে করি, যেন আমাদিগের নিজেদের প্রয়োজনের জন্য দোয়া করা ছাড়িয়া দেই। প্রয়োজন সমূহ আল্লাহ্তায়ালাই পূরণ করিবেন। দোয়া শুধু ইহাই হওয়া উচিৎ যে, আল্লাহ্তায়ালা যেন আমাদের দেশের রক্ষক ও সহায় হয়েন এবং প্রত্যেক অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া ইহাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করেন এবং সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে পরিচালিত করেন। আমীন।

(দৈনিক আলফজল, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ হইতে অনুদিত)

অনুবাদক ঃ—আহমদ সাদেক মাহমুদ

★

আহ্‌মদীয়া জামাতের ১৯৬৮ সালের বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত

হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ)-এর

উদ্বোধনী বক্তৃতা

অনুবাদক—আহমদ সাদেক মাহমুদ

তাশাহুদ ও তায়ায়ুয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর বলেন—

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(আপনাদের উপর (আল্লার প্রতিশ্রুত) শান্তি অবতীর্ণ হউক এবং তাহার রহমত ও আসিষসমূহ বর্ষিত হউক)

গতকাল হইতে আমার গলায় ব্যাথা এবং সর্দী কাশী আছে। সকালে আওয়াজ একেবারেই বসিয়া যাইতেছিল। আমি ফজরের নামাযের পরও বন্ধুগনের নিকট দোয়ার জন্য বলিয়াছিলাম। বসা জিনিষকে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যই খাড়া করিতে পারে। বন্ধুগণ দোয়া করুন এবং করিতে থাকুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাঁর ফজল ও অনুগ্রহে আমায় সম্পূর্ণ সুস্থ রাখেন, যাহাতে সকল দায়িত্ব বিশেষ ভাবে (জলসার) এই দিনগুলির গুরু দায়ীত্ব ভার উঠাইতে সমর্থ হই।

এখন প্রথমতঃ জলসার বরকতময় দিনগুলি যে সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করে উহাদের প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে আমি আমার ভ্রাতাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ইহা কোন পার্থিব মেলা বা সমাবেশ নহে। আমরা কোন পার্থিব লোভ লালসার বশবর্ত্তী হইয়াও এখানে সমবেত হই নাই এবং না দুনিয়ার কোন কিছুর ভয় এখানে আসিতে আমাদিগকে বাধা দিতে পারিয়াছে।

আমরা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সকল প্রকার শারীরিক এবং কিছু কিছু মানসিক কষ্ট ও অশান্তি সহ্য করিয়াও এখানে এজন্য আসিয়াছি যে হয়ত আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের দ্বারা এরূপ কতক দোয়া করাইবেন অথবা অন্যের দোয়া আমাদের স্বপক্ষে এমন ভাবে কবুল করিবেন, যাহাতে আমাদের দুর্বলতা তাঁহার মাগফেরাতের চাদরের নীচে ঢাকিয়া যায় এবং আমাদের নগন্য চেষ্টার উৎকৃষ্টতম ফল উৎপাদিত হয় এবং আমরা তাঁহার পক্ষ হইতে উত্তম সওয়াবের অধিকারী হই। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে সারা জীবনের এবং বিশেষভাবে এই দিনগুলির প্রতিটি মুহূর্ত অতি মূল্যবান। জীবন বলিতে আমার উদ্দেশ্য একজন মোমেনের জীবন—মোমেন যে তাহার রবের উপর ঈমান আনে এবং এই প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত সে যে নিশ্বাসই ইহলোকে লইবে, আল্লাহ্‌তায়ালা সেজন্য তাহাকে পরলোকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করিবেন।

সুতরাং আপনারা এই মূল্যবান সময় নষ্ট হইতে দিবেন না। চেষ্টা করুন, প্রতিটি মুহূর্ত যেন আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার উপলক্ষ হয় এবং আমাদের কোন মুহূর্ত যেন শয়তান ছিনাইয়া লইতে না পারে। দোয়াতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকুন। প্রীতি

ও প্রেম এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বোধকে বৃদ্ধি করুন। একে অন্যের সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং একে অপরের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করুন এবং সব চাইতে বেশী আপন রবের সহিত সাক্ষাৎলাভের জন্য চেষ্টা করুন এবং তাঁহার নিকট নিজেদের অবস্থা এবং দুঃখের কথা বলুন এবং সবিনয়ে তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া বলুন যে, হে আমাদের রব! আমরা অত্যন্ত দুর্বল। ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার সাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তুমি আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছ। আমরা আমাদের যোগ্যতা, শক্তি সামর্থ ও উপায় উপকরণের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের এই বিশ্বাসই জন্মায় যে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অর্জন করিতে পারিব না। কিন্তু এই সকল দুর্বলতা এবং ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যখন আমরা তোমার দেওয়া শুভ-সংবাদ সমূহ শ্রবন করি এবং তোমার শক্তি ও মহিমার বিকাশ প্রত্যক্ষ করি, তখন আবার আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, একান্ত তুচ্ছ হইলেও আমাদিগকে সেই আল্লাহ্ সফলকাম করিবেন, যাঁহার দ্বারা প্রত্যেক অস্তিত্ব প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং বাস্তবাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাফল্য মণ্ডিত কর আমাদিকে এইরূপ আমল করার তৌফিক দান কর, যদ্বারা তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও; এরূপ চিন্তা ধারা ও পরিকল্পনা এবং তদনুযায়ী এমন আমল করার তৌফিক দান কর যে, সকল জগদ্বাসীর অন্তরে তোমার তৌহিদ (একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং প্রত্যেক বক্ষকে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে পরিপূর্ণ করিবার দায়ীত্ব পালনের যে ভার আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছ, উহাতে যেন আমরা কৃতকার্য হই। আমরা এখানে আল্লাহ্তালার কালাম ও হেদায়েত এবং নির্দেশাবলী শ্রবন করিবার এবং সেই পরম সুন্দর, যাঁহার কথাগুলিও ছিল অতি মধুর, তথা মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুমিষ্ট বচন শুনিবার জন্য একত্রিত হইয়াছি। সুতরাং যেখানেই ঐ সুমধুর আওয়াজ উত্থিত হয়, সেখনে আপনারা পৌঁছুন এবং অহেতুক ও অশুভ কথা বার্তায় সময়ের অপচয় না করিয়া খোদা রসুলের নির্দেশাবলী শুনিতে নিজেদের সময় অতিবাহিত করুন, এবং দোয়া করিতে থাকুন, আল্লাহ্তায়ালা যেন বুঝিবার শক্তি দান করেন এবং আমল করার ক্ষমতাও দেন। অতঃপর তাঁহার ফযল ও অনুগ্রহ ক্রমে কাজের এরূপ ফলাফলও প্রকাশ করেন, যাহা আমাদের মনকে আনন্দ উজ্জল করিয়া তুলে এবং তিনিও (আল্লাহ্) যেন সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহার বান্দাগণ তাঁহারই বান্দারূপে মর্যদা লাভ করিয়াছে এবং তাহারা শয়তানের বান্দা হয় নাই। এখন আমি কতকগুলি দোয়া, যাহা কোরআন করীমেরই দোয়া, উচ্চস্বরে পড়িব। আপনারা সঙ্গে সঙ্গে আমীন বলিবেন। মনযোগের সহিত শ্রবন করুণ এবং তদনুযায়ী খোদাতায়ালার সমীপে ঝুঁকিয়া থাকুন। অতঃপর আমরা সম্মিলিত দোয়ার সহিত আমাদের এই জলসা, যাহাতে আমরা শুধু আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যোগদান করিয়াছি এবং যাহা শুধু আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, উদ্বোধন করিব। আল্লাহ্তায়ালার আসিষ, ফযল এবং রহমত যেন সর্বদা ও সর্বক্ষণ, বিশেষভাবে এই দিনগুলিতে আমাদের উপর বারিধারা হইতেও অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইতে থাকে, কেননা তাঁহার রহমত ও ফযল এবং বরকতের প্রাচুর্য্য ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কল্পনা করারও ক্ষমতা রাখে না।

"হে আমাদের রব্! তুমি প্রত্যেক প্রকার দোষ ত্রুটী হইতে পবিত্র। বিশ্ব সৃষ্টি তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বিহীন নয়। হে আমাদের রব আমাদের জীবনকে

উদ্দেশ্যহীনতা ও ব্যর্থতা হইতে রক্ষা কর এবং তোমার ক্রোদাগ্নী হইতে আমাদিগকে তোমার আশ্রয়াধীনে গ্রহণ কর। হে আমাদের প্রভু! তোমার নামে একজন আহ্বানকারী আমাদিগকে ডাকিলে আমরা তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে গ্রহণ করি এবং তাঁহার হাতে হাত দিয়া তোমার নামের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়াছি। আমরা বয়াতের এই অঙ্গীকার কতটুকু রক্ষা করিয়াছি, তাহা তুমিই ভাল জান। আমরা মূর্তিমান দুর্বলতা। আমাদের কাতর নিবেদন শ্রবন কর। আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা কর এবং আমাদিগের পাপ আমাদিগের মধ্য হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও এবং আমাদিগকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত কর, যাহা তোমার দৃষ্টিতে নিষ্ঠাবান এবং পবিত্র।

হে আমাদের প্রভু! হে দান দক্ষিনার অফুরন্ত উৎস! আমরা তোমার সান্নিধ্য হইতে অবতীর্ণ প্রত্যেক কল্যানের জন্য মুখোপেক্ষী। হে আমাদের রব! তুমি আমাদিগকে সেই সকলই দান কর, যাহার ওয়াদা তুমি তোমার রসুলগণের মারফত আমাদিগকে দিয়াছ, এবং যখন প্রতিদানের দিবস উপস্থিত হয়, তখন আমরা যেন তোমার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত সাব্যস্ত না হই। যাহাদের দৃষ্টি শক্তি আছে, তাহারা যেন দেখিয়া লয় এবং যাহাদের অনুধাবন শক্তি আছে, তাহারা যেন অনুধাবন করিতে পারে যে, তোমার পথে যাহারা দুঃখ ভোগ করে, অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করে এবং যাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করিবার জন্য দুনিয়া কোন চেষ্টার ত্রুটি করে না, তাহারাই তোমার স্নেহ ও ভালবাসাকে লাভ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকেই عباد الله المكرمون 'আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মানিত বান্দাগণ-এর' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমরা চেষ্টা করিয়াছি, তোমার জন্য আমাদের মনে বাসনা-কামনা এবং আরজু-আকাঙ্ক্ষা, পারিপার্শিকতার আকর্ষন এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য হইতে পাশ কাটাইয়া দূরে থাকিতে আমরা তোমার পথে উৎপীড়িত ও অপমানিত হইয়াছি আমরা তোমার রাস্তায় লাঞ্ছনা পোহাইয়াছি, আঘাতের পর আঘাত খাইয়াছি এবং ধন সম্পত্তিও লুণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর চোখের সহিত চোখ মিলাইয়া আমরা সেই প্রেম-শিক্ষা, যাহা তোমার জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহা আরও সমুজ্জল করিয়াছি। কিন্তু ইহা আমাদের অনুমান মাত্র। আমাদের বুঝিতে ভুলও হইতে পারে। আমরা তোমার ভয়ে কাতর। আমাদের আত্মা তোমার জালাল ও মহিমার সম্মুখে কম্পমান। তোমার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিকে নাড়িয়া দিয়াছে। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুর্বলতা, শৈথিল্য, গাফলতী ও অক্ষমতা এবং ভুলত্রুটি আমাদের পুণ্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। ক্ষমা! ক্ষমা! হে পরম ক্ষমাশীল প্রভু! ক্ষমার আবরণে আমাদিগকে আবৃত কর। আমাদের হস্ত পুণ্যের পুষ্পরাজি এবং সৎকর্মের মাল্য তোমার চরণে উৎসর্গ করার জন্য আনিতে পারে নাই। রিক্ত হস্তে আমরা তোমার দ্বারে দয়ার ভিখারী। হে আমাদের পরম দয়াল প্রভু! এই শূন্য হস্তগুলিকে তোমার রহমত দ্বারা يد بيضاء 'জ্যোতির্ময় হস্তে' পরিণত কর। তোমার জামাল এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সৌন্দর্যে দুনিয়া উদভাসিত হইয়া উঠুক। তোমার জালাল এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাহাত্ব জগতময় প্রকাশিত হউক। ইসলাম এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উদ্ধত শত্রুকে অবনমিত-মস্তক এবং লজ্জিত করিয়া দাও।

হে আমাদের প্রভু। ভুল ত্রুটির জন্য আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিও না এবং আমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা কর। আমরা অক্ষম ও দুর্বল বান্দা। কিন্তু

তোমারই বান্দা আমরা। হে আমাদের প্রভু! কখনও এমন যেন না হয় যে, আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হইয়া নিজেরা সওয়াবের কাজ সমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তোমার দ্বারা দণ্ডিত হই। হে আমাদের প্রিয়! আমরা যেন সর্বদা তোমার সহিত আবদ্ধ অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকার তৌফিক তোমার তরফ হইতে লাভ করিতে থাকি এবং সর্বদাই যেন তোমার সন্তুষ্টি আমাদের সহায়ক থাকে এবং ইসলামের জন্য তোমার যে অফুরন্ত পুরস্কার ও কল্যাণের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, উহার ধারাবাহিকতা যেন কখনও ছিন্ন না হয়।

হে আমাদের প্রভু! তোমার কহর (অভিসাপ) -এর কবল হইতে আমাদিগকে নিরাপদে রাখিও। তোমার ক্রোধ সহিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তোমার পাকড়াও অবশ্যই কঠোর, উহা পিষিয়া ফেলে, ধ্বংস করিয়া দেয়। আমরা পাপী। আমাদিগকে ক্ষমা কর। আমাদের দ্বারা গুনাহ্‌র পর গুনাহ এবং ত্রুটির পর ত্রুটি সংঘটিত হইয়াছে। তুমি তোমার অপরিসীম রহমতের চাদরে আমাদের সমস্ত দুর্বলতা ঢাকিয়া লও। আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহরাজী সর্বদা প্রদান করিও। তুমি আমাদের প্রিয় প্রভু। আমরা তোমার অঞ্চল ধরিয়াছি। তোমার অঞ্চল ছাড়াইয়া আমাদিগকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিও না। আমাদের বিনীত ডাক শ্রবণ কর এবং ইসলামের অকৃতজ্ঞ অস্বীকারকারীদিগের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যার্থে আইস এবং তাহাদের অনিষ্ট হইতে আমাদিগকে নিরাপদে রাখ। হে আমাদের প্রভু! তোমার পথে আমাদের উপর যে কোন অত্যাচার ও পরীক্ষাই আসুক না কেন, উহা সহ্য করিবার শক্তি সামর্থ দান কর এবং অত্যাচার ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদিগকে দৃঢ় পদক্ষেপের ক্ষমতা দাও। আমাদের যেন পদস্খলন না ঘটে এবং তোমার ও ইসলামের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আইস এবং আমাদের সফলতার জন্য উপায় উপকরণ তুমি স্বয়ং তোমার ফযল দ্বারা পরিবেশন কর।"

এখন আমরা দোয়া করিয়া লই। এই দোয়ার সহিত জলসার উদ্বোধন হইবে।

*

পাকিস্তানের অগ্রগতীর জন্য সমগ্র জাতিকে ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সংহতির মৌলিক গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া অবশ্যকীয়।

চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের প্রেস কনফারেন্স।

রাবওয়াহ্—বিশ্ব আদলেতের বিচারপতি চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ ইসাব্দির সন্ধ্যা বেলায় জামাত আহ্‌মদীয়ার ৭৭তম বার্ষিক সম্মেলনের শেষে স্থানীয় এবং বহিরাগত সাংবাদিকগণের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, পাকিস্তানের অগ্রগতির জন্য সমগ্র জাতিকে ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সংহতির মৌলিক গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যকীয়। তিনি আরও বলেন যে, জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধনে ব্যক্তি স্বার্থের কোন প্রশ্নই উঠা উচিত নহে।

পাকিস্তানের বর্তমান প্রচলিত আইনের মধ্যে সংশোধন বা পরিবর্তন সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, প্রকৃত পক্ষে আমরা আজিকার যুগে

এক প্রকার আইন বিষয়ক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া চলিতেছি। শুধু আইনই নহে, বরং প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু না কিছু Adjustment-এর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ইসলামিক সোশেলিজমের সম্পর্কে আলোকপাত করিতে বলা হইলে, তিনি বলেন যে, আপনি ইসলামিক সোশেলিজম বলিতে কি বুঝেন, তাহা ত আমি জানি না, কিন্তু আমি ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক বিধানাবলী সম্বন্ধে অবগত আছি। ইসলামের নিজের একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, যাহা অন্যান্য সকল ব্যবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং উহা কার্যকরী করিলে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

বিদেশে আহ্‌মদীয়া জামাতের তবলীগ প্রচেষ্টা পাকিস্তান এবং সেই দেশগুলির মধ্যে পরাস্পরিক সম্পর্কের উপর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কি না এবং যদি করে, তাহা হইলে উহা কিরূপ, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রচেষ্টায় যে দেশগুলিতে ইসলাম বিস্তার লাভ করিতেছে, উহাদের মধ্যে পাকিস্তানের অনুকূল অতি প্রীতিকর প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। যাঁহারা জামাত আহ্‌মদীয়ার পাকিস্তানী মোবাল্লেগগণ কর্তৃক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অন্তরে পাকিস্তানের প্রতিও কৃতজ্ঞতামূলক মনোভাবের উদ্ভব হয় এবং এইরূপে একপ্রকার হৃদ্যতাপূর্ণ অনুরাগ স্বতস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হইয়া যায়। শুধু এতটুকুই নয়, বরং ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবার পর বেশ কিছুটা পাকিস্তানী সংস্কৃতি অবলম্বণ করারও প্রয়াস পান। সুতরাং সম্প্রতি লণ্ডণস্থ আহ্‌মদীয়া মসজিদের ইমাম সাহেব পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি দেশে সফর কারার পর লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, ঐ সমস্ত দেশের শতকরা নব্বই জন নও-মুসলিম আহ্‌মদীকে পাকিস্তানী টুপি পড়িতে দেখিয়াছি, এই অনুভূতির সহিত যে, তাহারা আধ্যাত্মিক কল্যাণ পাকিস্তানী মোবাল্লেগগণের মাধ্যমে লাভ করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র যেহেতু পাকিস্তানে অবস্থিত ; সে জন্য পাকিস্তানের সহিত তাঁহাদের একটি অধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং আন্তরিক অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

তাঁহার নিকট এই প্রশ্ন করা হইলে যে, আহ্‌মদী মোবাল্লেগগণ (ইসলাম প্রচারকগণ) নিজেরা (সেচ্ছাগত ভাবে) কি পরিমাণে কুটনৈতিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, যদিও আহ্‌মদী মোবাল্লেগগণ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন না এবং ইহা তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ম্ম ক্ষেত্রেরও বাহিরে, তথাপী দেশ প্রেম এবং খেদমতের স্পীহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যথাসম্ভব কুটনৈতিক প্রয়োজনীয়তাও পুরা করেন এবং এই প্রসঙ্গে নিজের দেশের যতটুকুও সেবা করা সম্ভব হয়, তাহাতে তাঁহারা অবহেলা করেন না। (আল ফজল, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ইং)

অনুবাদক—আহমদ সাদেক মাহমুদ।

বিদেশে আহমদীয়া হাসপাতালগুলির জন্য আরও ডাক্তারের প্রয়োজন

বিদেশে আহ্‌মদীয়া ডিসপেন্‌সারী এবং হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ডাক্তারগণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। খেদমতে দীনের জন্য আগ্রহশীল আহ্‌মদী ডাক্তারদের জন্য ইহা অতি উত্তম সুযোগ। যে বন্ধুগণ উক্ত দীনি ও কৌমী খেদমতের জন্য প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা যেন সত্বর নিজেদের নাম, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং অন্যান্য অবস্থাবলী সম্বন্ধে অভিহিত করেন।

(ওয়াকালাতে-তবশীর, রাবওয়াহ্‌)

সহজ পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা

আহমদ সাদেক মাহমুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সূরা নসর

অযাচিত দানকারী ও বারবার দয়াকারী আল্লাহর নাম ও [গুণের অশিষ ও সাহায্য] লইয়া আরম্ভ করিতেছি।

শব্দার্থ

- o اذا (এযা) যখন
- o جاء (জা'য়া) = আসিবে
- o نصر الله (নাসরুল্লাহে) = আল্লাহর সাহায্য
- o والفتح (ওয়াল-ফাতহু) = এবং বিজয়
- o ورايت (ওয়ারায়াইতা) = এবং তুমি দেখিবে
- o الناس (আয়ান-নাসা) = লোকদিগকে
- o يدخلون (ইয়াদ-খুলুনা) তাহারা দাখিল হইবে
- o فى (ফি) = মধ্যে
- o دين الله (দীনেল্লাহে) = আল্লাহর ধর্ম্মে
- o افواجا (আফওয়াজান) = দলে দলে
- o فسبح (ফা-সাব্বেহ) = সুতরাং তখন তুমি পবিত্রতা কীর্ত্তন করিবে
- o بحمد (বে-হামদে) = প্রশংসার সহিত
- o ربك (রাব্বে-কা) —তোমার রাবের
- o واستغفره (ওয়াসতাগফের)—এবং পূর্বকৃত ভুল-ত্রুটির কুফল এবং সম্ভাব্য দুর্বলতা হইতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রার্থনা করিবে
- o ه (হু) = তাঁহার (নিকট)
- o انه (ইন্নাহু) = নিশ্চয় তিনি
- o كان (কানা) = রহিয়াছেন.
- o توابا (তাওয়াবান) = (আপন বান্দাগণের প্রতি) রহমতের সহিত বার বার প্রত্যাবর্ত্তণকারী

পূর্ণ অর্থ

১। যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসিবে।

২। এবং (ইহার লক্ষণ-স্বরূপ) দেখিতে পাইবে যে, মানুষ আল্লাহর (মনোনীত) ধর্মে দলে দলে দাখিল হইতেছে।

৩। তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসা সহ পবিত্রতা কীর্ত্তণরত থাকিও এবং তাঁহার নিকট (মুসলমানগণের তরবিয়তে) ভুল-ত্রুটির কুফল এবং সম্ভাব্য) দুর্বলতা হইতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দোয়া করিবে ; নিশ্চয় তিনি রহমতের সহিত তাঁর বান্দাগণের প্রতি বার বার প্রত্যাবর্ত্তনকারী।

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	,, ,,
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	,, ,,
৩।	রসুল প্রেমে	,, ,,
৪।	ঐশী বিকাশ	,, ,,
৫।	একটি ভুল সংশোধন	,, ,,
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	
৯।	কোরআনের আলো	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আঃ)
১০।	মোহাম্মদী মসীহ	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ইংরেজী নবীর উত্তরে)	,,
১১।	কলেমা দর্শন	,,
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	,,
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	,,
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	,,
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	,,
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	,,
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	,,
১৭।	মহা সুসংবাদ	

'পরিবেশনে'

জেনারেল সেক্রেটারী

পুঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪নং বকসিবাজার, রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.